

রুশ দেশের রূপকথা

শ্রীপ্রভাসরঞ্জন দে

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ॥
॥ কলিকাতা-১২ ॥

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা বৈশাখ, ১৩৬৪

প্রচ্ছদপট ঃ
শ্রীসমর দে

ভেতরের ছবি ঃ
শ্রীঅনামী

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস প্রাইভেট লি ঃ
১৫ এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা-৬

দাম ঃ
এক টাকা আট আনা মাত্র

॥*॥ ভূমিকা ॥*॥

পৃথিবীর সব দেশের ছেলেমেয়েরাই রূপকথার গল্প শোনতে ভালবাসে। আমাদের দেশের মত সব দেশের ছেলেমেয়েরা দাদা দিদির কোলে বসে শোনে রূপকথার গল্প। গল্প শোনে সবার মনে একই কথা জাগে, সবাই একই কথা ভাবে। রাজকুমার যখন বন্দিনী রাজকুমারীকে মুক্ত করে নিয়ে আসার জন্য ঘোড়ায় চড়ে যায় তখন রাজকুমারের চিন্তায় মন ভরে যায়। আবার যখন রাজকুমারীকে মুক্ত করে নিয়ে আসে তখন মন খুশিতে ভরে যায়।

আমাদের দেশে যেমন ছড়া রূপকথা উপকথা প্রচলিত আছে, রাশিয়াতেও সে রকম ছড়া ও গল্প প্রচলিত আছে। রাশিয়ায় প্রচলিত রূপকথার এগারটি গল্পের ভাবানুবাদ এই বইয়ে প্রকাশিত হল। অতি সহজ সরল ভাবে রাশিয়ার গল্পগুলোর সঙ্গে এদেশের ভাই বোনেদের পরিচিত করাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য।

রাশিয়ার "Mezhdunarodnaja Kniga" Russian Folk Tales নামক বইটি অনুবাদের অনুমতি দিয়ে সেদেশের রূপকথার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন এদেশের ছোট ছোট ভাই-বোনেদের। তার জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। অগ্রজ প্রতিম শিশু সাহিত্যিক শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের উৎসাহ ও সাহায্য না পেলে বইটি প্রকাশ সম্ভব হত না। তাঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। প্রকাশক শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিকের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

—গ্রন্থকার

॥❁॥ সূচীপত্র ॥❁॥



ব্যাঙ রাণী

এক রাজার তিন ছেলে। ছেলেরা বড় হলে রাজা তাদের বিয়ে দেবেন বলে ঠিক করলেন। তাই এক দিন তিনি তাঁর ছেলেদের ডেকে বললেন, "আমি অল্প দিনের ভেতর তোমাদের বিয়ে দিতে চাই। বুড়ো হয়েছি আর বেশীদিন বাঁচব না, মারা যাবার আগে নাতির মুখ দেখে যেতে চাই।"

রাজপুত্রেরা বললেন—"কোথাও কি আমাদের বিয়ে ঠিক করেছেন?"

রাজা বললেন—"আমি ঠিক করেছি তোমরা তীর ধনুক নিয়ে মাঠে যাবে। সেখান থেকে তীর ছুঁড়বে। যার বাড়ীতে যার তীর পড়বে, সেই বাড়ীর মেয়ের সাথে তার বিয়ে হবে। তাই আমি চাই তোমরা মাঠে গিয়ে তীর ছোঁড়ো।" তখন রাজপুত্রেরা পিতাকে নমস্কার করে তীর ধনুক নিয়ে মাঠে গেলেন।

মাঠে গিয়ে প্রত্যেকেই তীর ছুঁড়লেন। বড় রাজপুত্রের তীর এক জমিদারের উঠানে পড়ায় ঐ বাড়ীর মেয়ের সাথে বড় রাজপুত্রের বিয়ের ব্যবস্থা হল। মেজো রাজপুত্রের তীর এক সদাগরের উঠানে পড়ায় ঐ সদাগরের মেয়ের সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা হল।

কিন্তু ছোট ছেলে আইভানের তীর কোথাও না পড়ে এগিয়ে চলল,—দূরে বহু দূরে। শেষ পর্যন্ত তীরটি কোথায় যে পড়ল তা' কেউ বলতে পারল না। তাই আইভান ঘোড়ার পিঠে চড়ে রওনা হলেন তীরটির সন্ধানে। রাজকুমার আইভানের ঘোড়া এগিয়ে চলেছে। অনেক দূর যাওয়ার পর একটা পুকুরের সামনে এসে ঘোড়াটি থেমে গেল। রাজপুত্র দেখতে পেলেন পুকুরে একটি ব্যাঙ বসে রয়েছে, আর তার মুখে তীরটি রয়েছে।

আইভান ব্যাঙকে বললেন "আমার তীরটি ফেরৎ দাও"। ব্যাঙ বলল—"তুমি আমাকে বিয়ে না করলে তীরটি ফেরৎ দেব না। তুমি কি তোমার পিতার কথা ভুলে গেছ?"

"আমি মানুষ আর তুমি ব্যাঙ, তোমাকে কি করে বিয়ে করব।"

"তোমার পিতার কথা অনুসারে কাজ না করলে তুমি তীরটি ফেরৎ পাবে না।"

নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে রাজপুত্র আইভানের মনে খুব কষ্ট হল। রাজকুমার শেষ পর্যন্ত ব্যাঙকে সাথে নিয়েই রাজ প্রাসাদে ফিরে এলেন। আর রাজা হতভাগ্য রাজকুমারের সাথে ব্যাঙটির বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

তারপর এক দিন তিন রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল।

রাজা একদিন রাজপুত্রদের ডেকে বললেন—"তোমাদের রাণীরা কেমন হাতের কাজ করতে পারে তা' আমি দেখতে চাই। আমি চাই, তোমাদের রাণীরা আজ রাত্রিতে আমার জন্য একটি জামা তৈরী করবে আর কাল সকালে তোমরা সেগুলো আমাকে এনে দেবে।"

রাজকুমারেরা পিতার আদেশ শুনে পিতাকে নমস্কার জানিয়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন।

আইভান ঘরে ফিরে গিয়ে ঘরের একটি কোণে চুপ করে বসে রইলেন। তাই দেখে ব্যাঙ বললে "তোমাকে এত বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন? তোমার কি হয়েছে?"

আইভান তখন পিতার আদেশের কথা জানালেন। তাই শুনে ব্যাঙ রাণী বললে, "এর জন্য চিন্তা করে লাভ নেই। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে যাও। রাত্রিতে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।"

রাত্রিতে আইভান ঘুমিয়ে পড়লে ব্যাঙরাণী দরজার কাছে গিয়ে ব্যাঙের খোলসটি ত্যাগ করে একটি পরী হয়ে গেল, পরীটি এতই সুন্দর ছিল যে তার সৌন্দর্য চোখকে ঝালসে দেয়। পরী তখন তিনবার হাত তালি দিয়ে বললে "আমার অনুচরগণ, জেগে উঠ, তোমরা যত শীঘ্র সম্ভব আমার একটি কাজ করে দাও, আজ রাত্রির ভেতর আমার বাবা যে রকম জামা পরেন সেইরকম একটি জামা তৈরি করে দাও।" এই বলে পরী ব্যাঙের রূপ ধারণ করল ও শুয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে আইভানের ঘুম ভেঙ্গে গেলে ব্যাঙরাণীকে জামার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন ব্যাঙ রাণী টেবিলের উপরে সিল্কের রুমালে ঢাকা দেওয়া জামাটি বের করে রাজপুত্রের হাতে

দিল। রাজপুত্র জামাটি পেয়ে খুব খুশি হ'য়ে রাজদরবারের দিকে রওনা হলেন।

তিনজন রাজকুমার দরবারে উপস্থিত হয়ে একে একে সবাই তাদের রাণীদের হাতের তৈরি জামা রাজার হাতে তুলে দিলেন।

বড় রাজকুমারের হাত থেকে জামাটি নিয়ে রাজা বললেন—"এ জামা আমার উপযুক্ত হয় নাই, এ কেবল আমার চাকরদের উপযোগীই হয়েছে।"

মেজো রাজকুমারের হাত থেকে জামাটি নিয়ে রাজা বললেন—"এই জামাটি আমার স্নানের সময় ব্যবহার করা যেতে পারে।" আইভান যখন রাজার হাতে সোনা-রূপার কাজ করা জামাটি দিলেন তখন রাজা খুব খুসি হলেন। বললেন—"এই জামাটি আমার সকল সময়ে পরবার উপযুক্ত হয়েছে।"

অপর দু' ভাই তখন মনের দুঃখে সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন। তারা পরস্পর বলতে লাগলেন "আমরা আইভানের ব্যাঙ রাণীকে নিয়ে হাসাহাসি করেছি, কিন্তু সেই একমাত্র কাজের লোক। আমাদের রাণীরা পিতার উপযুক্ত একটি জামা তৈরি করতে পারে না। আর ব্যাঙরাণী এক রাত্রিতে কি সুন্দর একটা জামা তৈরি করে দিয়েছে!"

কিছুদিন পরে রাজা আবার তাঁর ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। তিন রাজকুমার উপস্থিত হলে তিনি বললেন—"তোমাদের রাণীরা কেমন রান্না করতে পারে তা' আমি দেখতে চাই, কাল সকালে আমার জন্য তোমরা তোমাদের রাণীদের হাতে তৈরী পাউরুটি নিয়ে আসবে।"

রাজকুমার আইভান ঘরে ফিরে ঘরের একটি কোণে চুপ করে বসে রইলেন। তাই দেখে ব্যাঙরাণী বললে—"তোমাকে বিষণ্ণ

দেখাচ্ছে কেন?" আইভান তখন রাজার আদেশের কথা জানালেন। তাই শুনে ব্যাঙরাণী বললে—"তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তুমি ঘুমুতে যাও।"

যদিও অপর দুই রাজপুত্রের রাণীরা ব্যাঙরাণীকে নিয়ে হাসাহাসি করত, তবু সে কি করে পাউরুটি তৈরি করে তা' দেখবার জন্য একজন ঝিকে পাঠাল। ব্যাঙরাণী কিন্তু টের পেয়ে গিয়েছিল, তাই সে ময়দায় জল মেশাল তারপর ষ্টোভের আগুনে সেই ময়দা গুলে ফেলে দিল। ঝি এই দেখে ছুটে গিয়ে অপর দুই রাণীকে খবরটি দিল।

ব্যাঙ রাণী যখন বুঝল উঁকি দেবার মত আর কেউ নেই তখন ব্যাঙের খোলস ছেড়ে পরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। হাত তালি দিয়ে বলল—"আমার অনুচরেরা, আমি বাড়ীতে থাকা কালে যে পাউরুটি খেতাম সে রকম পাউরুটি আজকের রাত্রের ভেতর তৈরি করে দাও।" এই বলে সে আবার ব্যাঙ হয়ে গেল ও ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম থেকে উঠে আইভান টেবিলের উপর নক্সা করা পাউরুটিটি দেখতে পেয়ে খুব খুসি হলেন। একটি সিল্কের রুমালের ভেতর পাউরুটিটি বেঁধে রাজার কাছে হাজির হয়ে দেখতে পেঁলেন তার আর দু'ভাই এসে হাজির হয়েছে।

দুই রাণী ঝিয়ের মুখে শুনে ময়দা গুলে আগুনে ফেলে দিয়েছিল, তার ফলে সেগুলো পাউরুটি না হয়ে আগুনে পোড়া ময়দাই রয়ে গেল।

রাজা বড় ছেলের কাছ থেকে পাউরুটি নিয়ে সাথে সাথেই সেটিকে চাকরদের খাবারের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। মেজো

ছেলের আনা পাউরুটিরও একই অবস্থা হল। আইভানের হাত থেকে পাউরুটিটি নিয়ে বললেন, "একেই বলে পাউরুটি। ছুটির দিনে এটিকে খাওয়া যাবে।" তারপর রাজা তার ছেলেদের আদেশ দিলেন পরদিন সকালে যেন প্রত্যেকেই রাণীদের সঙ্গে নিয়ে ভোজ সভায় উপস্থিত হয়।

আইভান আবার দুঃখের সঙ্গে তার ঘরে ফিরে গেলেন। ব্যাঙ রাণী তাকে বিষণ্ণ মনে বসে থাকতে দেখে জানতে চাইল রাজা আবার নূতন কোন আদেশ দিয়েছেন কি না?

আইভান বললেন—"পিতা কাল সকালে তোমাকে ভোজ সভায় নিয়ে যেতে বলেছেন। কিন্তু সবার সামনে তোমাকে আমার রাণী হিসেবে নিয়ে যাই কেমন করে? লোকে তোমাকে দেখে হাসাহাসি করবে।"

—"এর জন্য তুমি চিন্তা করো না। তুমি আগে ভোজ সভায় চলে যাবে, তারপর আমি যাব। খাবার ঘরের দরজার বাইরে শব্দ শুনে তুমি ভয় পেয়ে যেও না। কিসের শব্দ কেউ জানতে চাইলে বলবে তোমার ব্যাঙ রাণী ভোজ সভায় আসার জন্য বাক্সে চড়ে বসেছে।"

পরদিন সকালে আইভান একাই ভোজ সভায় উপস্থিত হলেন। অপর দুই রাজকুমার তাদের রাণীদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। সেই ভোজ সভায় ব্যাঙরাণীকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করতে লাগলেন।

একজন আইভানকে বললেন, "তোমার সুন্দরী রাণীকে নিয়ে এলে না কেন? তাকে ত রুমালে করেই এখানে নিয়ে আসতে পারতে। তুমি পুকুরে পুকুরে খুঁজে খুঁজে কোথা থেকে এই পরমাসুন্দরীকে ধরে নিয়ে এসেছ।"

এক সময়ে ভোজ আরম্ভ করবার জন্য রাজা, রাজকুমার ও রাণীরা সুন্দর কাপড়ে ঢাকা টেবিলের চারপাশে আসন গ্রহণ করলেন। আর সেই সময়ে দরজার বাইরে প্রচণ্ড শব্দ হতে লাগল। ভয়ে সবাই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। শুধু মাত্র আইভানই আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন না। তিনি সবাইকে বললেন, "তোমরা ভয় পেও না। আমার ব্যাঙ রাণী এখানে আসবার জন্য বাক্সে চড়ে বসেছে।"

খানিকক্ষণ পরে ছয়টি সাদারঙের ঘোড়া একটি গাড়ীকে টেনে নিয়ে এসে দরজার সামনে থামল। গাড়ী থেকে নেমে এল এক পরী, তার পরনে ছিল পাতলা আশমানি রঙের একটি সিল্কের শাড়ী। মনে হল আকাশে যেন চাঁদ উঠেছে। পরী ঘরে ঢুকে আইভানের পাশের আসনটিতে বসলেন।

খাওয়া সুরু হল। সবাই আনন্দের সাথে খেতে লাগলেন। পরী প্রথমে তার গ্লাস হতে খানিকটা জল খেয়ে বাকি জলটুকু বাঁ হাতের আস্তিনের নীচে ঢেলে দিলেন। মাংস খেয়ে হাঁসের হাড়গুলো জামার ডান হাতের আস্তিনের নীচে রাখলেন। অপর দুই রাণী পরীকে এই করতে দেখে তারাও মাংস খেয়ে হাড়গুলো জামার আস্তিনের নীচে রেখে দিল।

খাওয়া শেষ হলে নাচ সুরু হল। পরী আইভানের হাত ধরে নাচতে সুরু করল। পরী যখন বাঁ'হাতের আস্তিনটি তুলে ধরল তখন সামনে একটি পুকুরের সৃষ্টি হল, আর ডান হাতের আস্তিনটি তোলার সাথে সাথে সেখানে একটি হাঁস সাঁতার কাটতে লাগল। রাজা ও অন্যান্য অতিথিরা পরীর অদ্ভুত নাচ দেখে অবাক হয়ে গেল।

পরীর নাচ শেষ হলে অপর দুই রাণী নাচতে সুরু করলেন।

নাচতে নাচতে তারাও পরীর মত বাঁ'হাতের আস্তিন তুলে ধরার সাথে সাথে জল চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ডান হাতের আস্তিন তুলে ধরার সাথে সাথে হাড়গুলো ঘরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। একটি হাড় গিয়ে লাগল রাজার চোখে, তাতে রাজা গেলেন রেগে। তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে দুই রাণীকে তাড়িয়ে দেবার আদেশ দিলেন।

আইভানের ঘুম পাওয়ায় নাচ শেষ হওয়ার আগেই নিজের ঘরে ফিরে এসেছিলেন। ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলেন দরজার কাছে একটি ব্যাঙের খোলস পরে রয়েছে। তখন আগুন দিয়ে তিনি সেই খোলসটি পুড়িয়ে ফেললেন।

পরী বাড়ী ফিরে ব্যাঙের খোলসটি খুঁজতে লাগলেন। যখন খোলসটি খুঁজে পেলেন না তখন আইভানকে বললেন, "রাজকুমার তুমি একি করলে! তুমি যদি আর তিন দিন অপেক্ষা করতে তবে চিরদিনের জন্য এখানে থেকে যেতে পারতাম। কিন্তু এখন আর কোন উপায়ই নেই, আমাকে বিদায় দাও। এখান থেকে দশটি রাজ্য পার হয়ে মৃত্যুহীন রাজার রাজ্যে গেলে আবার তোমার সাথে দেখা হবে। বিদায়—বিদায়!" এই বলে পরী একটি সবুজ রঙের কোকিল হয়ে জানালা দিয়ে উড়ে চলে গেল।

রাজকুমার পরীকে হারিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তারপর রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক সময়ে রাজ্য ছেড়ে পরীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

হাঁটতে হাঁটতে তার পায়ের জুতা ছিঁড়ে গেল, গায়ের জামাটিও ছিঁড়ে গেল তবু এগিয়ে চলেছে অজানা দেশের দিকে। বৃষ্টিতে তার টুপি ও জামা কাপড় সব ভিজে গেল তবু সে থামল

না। থামা ত চলবে না, তাকে যে ভাবেই হোক পরীকে খুঁজে বের করতেই হবে।

রাজকুমার এভাবে কতদূর হেঁটেছিল তা কেউ বলতে পারে না। পথ চলতে চলতে আইভানের সাথে এক সময়ে এক বামনের দেখা হল। বামন বলল—"যাচ্ছ কোথায় ?" আইভান তখন তাকে সব কথা বললেন আর কাঁদতে লাগলেন। বামনের দয়া হল, বলল, "ব্যাঙের খোলসটিতে তুমি কেন আগুন দিতে গেলে ? খোলসটি যখন তোমার ছিল না তখন ত ওতে আগুন লাগাবার তোমার কোন অধিকারই ছিল না। চতুর পরী তার পিতার চেয়ে বেশী চালাক হওয়ায় তার পিতা মৃত্যুহীন রাজা তিন বছরের জন্য পরীকে ব্যাঙ করে দিয়েছিল। এখন আর কোন উপায় নেই কারণ আবার সে পিতার অধীন হয়ে গেছে। যদি তুমি সেই মৃত্যুহীন রাজাকে মেরে ফেলতে পার তবেই তুমি পরীকে পাবে। তা নাহলে ব্যর্থ হবে তোমার এ অভিযান। নানা প্রকার শস্য দিয়ে তৈরি করা এই বলটি তুমি নাও। বলটি গড়িয়ে গড়িয়ে যেখানে যাবে, তুমিও সেখানে যাবে। ভয় পেওনা। বলটিই তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।"

বামনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আইভান এগিয়ে চললেন। বলটি গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল, আর আইভান তারি পিছু পিছু হেঁটে চললেন।

যেতে যেতে আইভান একটি মাঠে উপস্থিত হলেন। সেখানে একটি ভল্লুককে দেখতে পেয়ে সেটিকে মারবার জন্য রাজকুমার প্রস্তুত হলে ভল্লুকটি বলল—"আমাকে মের না, আমাকে তোমার সঙ্গে নিলে তোমার কাজে লাগবে।"

ভল্লুককে সঙ্গে নিয়ে আইভান আবার এগিয়ে চলল।

পথ চলতে চলতে এক সময়ে একটি বাজপাখি রাজকুমারের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দেখে সেটিকে মারতে উদ্যত হলেন। বাজপাখি বলে উঠল—"রাজকুমার, তুমি আমাকে মের না, কোন সময় আমাকে তোমার কাজে লাগবে।" রাজকুমার তখন ওটিকে না মেরে আবার এগিয়ে চললেন।

বলের পেছু পেছু যেতে যেতে সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হয়ে রাজকুমার দেখলেন, সমুদ্রের ধারে বালির উপর একটা জলপাখি বসে রয়েছে। পাখিটির কাছে উপস্থিত হলে সে রাজকুমারকে বলল—"তুমি দয়া করে আমাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও।" জলপাখিকে সমুদ্রের জলে ফেলে রাজকুমার আবার এগিয়ে চললেন।

বলটি সমুদ্রের ধার দিয়ে চলতে চলতে এক বনের ভেতরে একটি কুঁড়েঘরের সামনে গিয়ে থেমে গেল। কুঁড়ে ঘরটি চারদিকে ঘুরছিল।

রাজকুমার তখন চেঁচিয়ে বললেন, "কুঁড়ে ঘর, কুঁড়ে ঘর, তুমি কি অনুগ্রহ ক'রে একটু থামবে? আমি তোমার ভেতরে ঢুকতে চাই।"

কুঁড়ে ঘরটি থেমে গেল। আইভান কুঁড়ে ঘরটির ভেতরে ঢুকলেন। ঘরের এক কোণে একটি উনুন ছিল, সেখানে বসে পড়লেন।

সেই কুঁড়ে ঘরে এক ডাইনী বাস করত। সে ঘরে ফিরে দরজার বাইরে থেকে বলে উঠল—"আমার ঘরে কেরে? মানুষের গন্ধ পাচ্ছি। তুই কোথা থেকে এসেছিস?"

ডাইনী ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে রাজকুমার বললেন—"তুমি এত অভদ্র কেন? আমি পরিশ্রান্ত। তুমি এখন আমাকে

স্নানের জল দেবে, খাবার দেবে। তা না করে তুমি আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছ!”

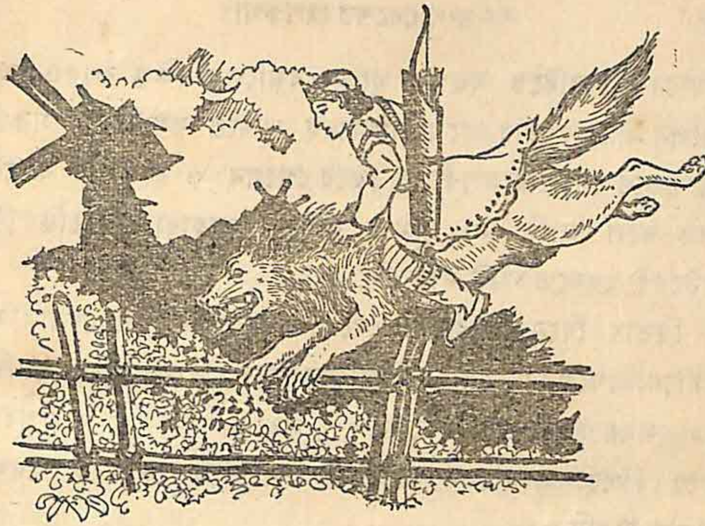
ডাইনীর একটু দয়া হল, তাই সে স্নানের জল দিল। স্নান হয়ে গেলে খাবার দিল ও তারপর ঘুমুবার জন্য বিছানা করে দিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাজকুমার তার অভিযানের কথা বললেন।

সব শুনে ডাইনী বলল, “আমি সেই রাজাকে চিনি। মৃত্যুহীন রাজাকে বধ করা সহজ নয়। তবে একটিমাত্র উপায় আছে, সেটি হল তার প্রাণটি একটি সূঁচের ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছে যদি সেই সূঁচটি ভেঙে ফেলতে পার। সূঁচটি ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ সেই রাজাকে বধ করতে পারবেনা। সেই সূঁচটি আছে একটি ডিমের ভেতর। ডিমটি একটি হাঁসের পেটের ভেতর রয়েছে। হাঁসটিকে একটি খরগোসের পেটের ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছে। খরগোসটি একটি লোহার খাঁচার ভেতর রাখা হয়েছে। একটি বট গাছের উপর খাঁচাটি থাকে। মৃত্যুহীন রাজা নিজে সেই বট গাছের নীচে পাহারা দেয়।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে গেলে ডাইনী সেই বট গাছে যাবার পথ বলে দিল। ডাইনীর বলা পথ দিয়ে রাজকুমার এগিয়ে চলল। কতদূর তাকে হাঁটতে হয়েছিল তা বলা যায় না, তবে শেষ পর্যন্ত বট গাছের সামনে এসে হাজির হল। রাজকুমার ভাবতে লাগল কি করে গাছে উঠা যায়। ঐ সময় ভল্লুকটি গাছটিকে উপড়ে ফেলল। খাঁচাটি মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল ও তার ভেতর থেকে একটি খরগোস বেড়িয়ে ছুটতে লাগল। আইভান ছুটে গিয়ে খরগোসটিকে মেরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে একটি হাঁস খরগোসের পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আকাশে উড়ে চলল। আইভান যে বাজপাখিকে না মেরে ছেড়ে

দিয়েছিল সেটি কোথা থেকে হাজির হল ও হাঁসটিকে আকাশ থেকে ধরে নিয়ে এল। হাঁসটি তখন ডিমটিকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল, ডিমটি ডুবে গেল নীল সাগরের অথৈ জলে। আইভান মনের দুঃখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন সমুদ্রের তীরে। এত পরিশ্রম তার ব্যর্থ হয়ে গেল, দু'চোখ বেয়ে পড়তে লাগল জল। ঠিক সেই সময়ে একটি জলপাখি ডিমটিকে মুখে করে উপরে উঠে এল। ডিমটি রাজকুমারের কাছে দিয়ে আবার জলের ভেতর চলে গেল। আইভান তখন ডিমটি ভেঙে ফেলে সূঁচটি বের করলেন। সূঁচটিকে ভাঙ্গবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন আর মৃত্যুহীন রাজা প্রাণভয়ে চীৎকার করতে লাগল। সব চীৎকারই বৃথা হল, রাজকুমার সূঁচটিকে ভেঙে ফেললেন আর তার সাথে সাথে মৃত্যুহীন রাজার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

যখন দেখা গেল মৃত্যুহীন রাজা আর বেঁচে নেই তখন রাজকুমার সাদা পাথরের তৈরি রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটে গেলেন। আইভানকে দেখে পরী এগিয়ে এসে প্রাসাদের ভেতর নিয়ে গেলেন। কয়েকদিন পর আইভান পরীকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন ও সুখশান্তিতে সংসার করতে লাগলেন।



রাজকুমার ও নেকড়ে বাঘ

অনেকদিন আগে এক রাজ্যে বিরেন্দ্রী নামে এক রাজা ছিলেন। তার ছিল তিন ছেলে। ছোট ছেলের নাম ছিল ইভান।

রাজার একটি আঙুর ফলের বাগান ছিল, বাগানটি ছিল তার খুব প্রিয়। তার সেই বাগান হতে প্রায়ই আঙুর ফল চুরি হত। রাজা যখন চুরির কথা জানতে পারলেন তখন বাগানে পাহারাদার পাঠালেন। কিন্তু কেউ চোরকে ধরতে পারল না, বাগান হতে আগের মতই ফল চুরি হতে লাগল। সেই বাগান হতে আঙুর চুরি হওয়ায় রাজার মনে এত দুঃখ হয়েছিল যে রাজা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

রাজার এই অবস্থা দেখে রাজপুত্রেরা একদিন বললেন—"বাবা তুমি কিছু চিন্তা করো না। যে ভাবেই হোক চোরকে আমরা তোমার কাছে ধরে নিয়ে আসব।"

তারপর বড় রাজকুমার চোর ধরবার জন্য বাগানে গেলেন।

বাগানের চারদিকে বহুক্ষণ ঘুড়ে বেড়ালেন কিন্তু কারও দেখা পেলেন না। গভীর রাত্রে বাগানেই ঘুমিয়ে রইলেন। সকালে ঘুম ভেঙে গেলে রাজপুরীতে ফিরে গেলেন ও রাজাকে বললেন "গত কাল আমি না ঘুমিয়ে বাগান পাহারা দিয়েছি কিন্তু কাউকেই দেখতে পাই নাই।"

দ্বিতীয় দিনে বিরেন্দ্রীর মেজো ছেলে পাহারা দেবার জন্য বাগানে গেলেন। সে-ও বাগানের চার পাশে ঘুরে বেরিয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে রাজপুরীতে ফিরে গিয়ে জানালেন রাত্রিতে বাগানে কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি।

তৃতীয় দিনে রাজকুমার ইভান গেলেন বাগান পাহারা দিতে। ইভান বাগানের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, বিশ্রামের জন্য কখনও কোথাও বসলেন না। যখনই ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসত তখনই চোখে জল দিয়ে ফিরে এসে আবার পাহারা দিতে আরম্ভ করতেন।

গভীর রাতে ইভান হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা আলো বাগানের দিকে এগিয়ে আসছে। আলোটি ধীরে ধীরে বাগানে প্রবেশ করে একটা গাছের ডালে এসে আটকে গেল। ইভান ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন গাছের ডালে বসে রয়েছে একটি আগুনে পাখি। পাখিটি আঙুর খেতে লাগল। তাই দেখে ইভান গাছে উঠে পাখিটিকে ধরবার জন্য লেজে হাত দিলেন। লেজে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখিটি উড়ে গেল, ইভানের হাতে রয়ে গেল শুধু একটি পালক।

ভোর হওয়ার সাথে সাথে ইভান রাজপুরীতে ফিরে গেলে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "চোরের সন্ধান পেলে?"

ইভান বললেন, "আমি চোরকে ধরে আনতে পারিনি সত্যি, তবে চোরের সন্ধান পেয়েছি। একটি আগুনে পাখি প্রত্যেক দিন বাগানে এসে আঙুর খেয়ে যায়। এই দেখুন সেই পাখিটির পালক।"

এই সংবাদ পাওয়ার পর রাজা নিয়মিত ভাবে খাওয়া-দাওয়া করতে লাগলেন।

একদিন তিনি তার ছেলেদের ডেকে বলে দিলেন—"যে ভাবেই হউক বন থেকে ঐ পাখিটিকে ধরে আনতে হবে।"

পিতার আদেশ অনুসারে তিন ছেলে পিতাকে নমস্কার করে বনের দিকে রওনা হল।

তিন জন তিনটি পথ দিয়ে বনের দিকে এগিয়ে চলল। ইভান কতদূর গিয়েছিল বলা যায় না। কিন্তু পথ চলতে চলতে পরিশ্রান্ত হয়ে এক সময়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন ও পথের ধারে ঘুমিয়ে পরলেন। বহুক্ষণ পরে যখন তার ঘুম ভেঙ্গে গেল তখন তাকিয়ে দেখলেন ঘোড়াটি সেখানে নেই। রাস্তার আশে পাশে বহু জায়গায় খোঁজ করলেন কিন্তু ঘোড়াটির সন্ধান মিলল না। এক জায়গায় গিয়ে ঘোড়ার কতকগুলো হাড় দেখতে পেলেন, বুঝলেন তাঁর ঘোড়াটিকে কোন পশু খেয়ে ফেলেছে। ঘোড়াটিকে হারিয়ে মনে তার খুব দুঃখ হল। আর কোন উপায় খুঁজে না পাওয়ায় পায়ে হেঁটেই এগিয়ে চললেন। পথ চলতে চলতে বিশ্রামের জন্য এক জায়গায় ঘাসের উপর বসলেন।

সবুজ ঘাসের উপর বসার খানিকক্ষণ পরে এক সময়ে একটি ধূসর রঙের নেকড়ে সেখানে উপস্থিত হল। নেকড়েটি ইভানকে জিজ্ঞাসা করল—"তোমাকে বিষন্ন দেখাচ্ছে কেন?"

"আমার পথের সাথী ঘোড়াটিকে হারিয়ে ফেলেছি।"

"আমি তোমার ঘোড়াটিকে খেয়ে ফেলেছি, সে জন্য আমি দুঃখিত। তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

"আমাদের বাগান থেকে একটি আগুনে পাখি প্রায়ই আঙুর খেয়ে যায়। তাই বন থেকে সেই পাখিটিকে ধরে আনবার জন্য বনে যাচ্ছি।"

"বুঝতে পেরেছি তুমি কোথায় যেতে চাও! ঘোড়ায় চড়ে তিন বছরেও সেই পাখিটির কাছে তুমি পৌঁছুতে পারতে না। আমি ছাড়া আর কেউ জানে না পাখিটি কোথায় থাকে। তোমার ঘোড়াটিকে খেয়ে তোমাকে বিপদে ফেলেছি, তাই আমি তোমার ঘোড়াটির বদলে নিজেই চাকর হয়ে কাজ করতে চাই। তুমি আমার পিঠে চড়ে বস, আমি তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব।"

নেকড়ের কথামত ইভান তার পিঠে চড়ে বসলেন, নেকড়েটি এগিয়ে চলল—অনেক সবুজ বন, নীল হ্রদকে পিছনে রেখে। যেতে যেতে একটি প্রাসাদের প্রাচীরের সামনে এসে থেমে গেল। প্রাসাদের চারপাশে উচুঁ প্রাচীর ছিল।

নেকড়ে বলল—"আমরা আজ এক শুভ মুহূর্ত্তে এখানে এসে হাজির হয়েছি, এখন সবাই ঘুমুচ্ছে এমন কি পাহারাদারও। তুমি প্রাচীর পার হয়ে প্রাসাদে ঢুকবে। তারপর প্রাসাদের চূড়ায় উঠে যাবে। সেখানে একটি জানালা দেখতে পাবে। সেই জানালায় একটি সোনার খাঁচায় সেই আগুনে পাখিটি থাকে। তুমি সেই পাখিটিকে বুকের ভেতর লুকিয়ে ফেলবে ও নীচে নেমে আসবে। কিন্তু খুব সাবধান খাঁচায় কখনও হাত দেবে না। খাঁচায় হাত দিলে সবাই জেগে উঠবে ও তোমাকে ধরে ফেলবে।"

ইভান তখন প্রাচীর পার হয়ে প্রাসাদের চূড়ায় উঠলেন। সেখানে আগুনে পাখিটিকে দেখতে পেয়ে তাকে বুকের ভেতর লুকিয়ে ফেললেন। সুন্দর খাঁচাটি দেখে তার লোভ হল। সে সোনার খাঁচাটির দিকে তাকিয়ে রইল। খাঁচাটিকে রেখে আসতে মন তার কিছুতেই চাইছিল না। ভুলে গেল নেকড়ের সাবধান হবার কথা। রাজকুমার খাঁচায় হাত দিল আর সাথে সাথে প্রাসাদের সবাই জেগে উঠল, প্রহরীরা ছুটে এল। ইভানকে ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কোন দেশ থেকে এসেছ?"

"আমি রাজা বিরেন্দ্রীর ছেলে ইভান।"

"রাজার ছেলে হয়ে চুরি করতে তোমার লজ্জা করল না?"

"আমাদের বাগান থেকে আপনার পাখি প্রত্যেক দিন আঙুর খেয়ে আসে, তার জন্য কি আপনার লজ্জা করে না?"

"তুমি যদি আমার কাছে এসে পাখিটি চাইতে তবে তোমার পিতার সম্মানে আমি তোমাকে সেটি দিয়ে দিতুম। কিন্তু তুমি যখন চুরি করে সেটিকে নিয়ে যেতে এসেছ তখন তোমাদের চোর বলে আমি দেশ-বিদেশে প্রচার করে দেব। তবে তুমি যদি আমার একটি কাজ করে দাও তাহলে তোমাকে আমি ছেড়ে দেব আর পাখিটি উপহার দেব। কুস্মন যে দেশের রাজা সেই দেশে একটি ঘোড়া আছে তার কেশরগুলো সোনার। তুমি কি আমাকে সেই ঘোড়াটি এনে দিতে পারবে?"

ইভান রাজার প্রস্তাবে রাজি হল ও রাজপ্রাসাদ ছেড়ে নেকড়ের কাছে এসে তাকে সব বলল।

নেকড়ে সব শুনে বলল—"আমি তোমাকে খাঁচায় হাত দিতে মানা করেছিলুম, তবু তুমি হাত দিলে কেন ?"

"আমি তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলুম। সেজন্য দুঃখিত।"

"দুঃখিত হলে চলবে না, ভবিষ্যতে আর কখনও আমার কথা ভুলে যেও না। যখন আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তখন তোমাকে সাহায্য আমি করবই। আমার পিঠে চড়ে বস, এবার কুস্‌মন রাজার দেশে তোমায় নিয়ে যাই।"

রাজকুমারকে পিঠে নিয়ে নেকড়ে আবার এগিয়ে চলল। এক সময় একটি প্রাসাদের সামনে এসে থামল যেখানে সোনার কেশরযুক্ত ঘোড়াটি থাকত।

নেকড়ে ইভানকে বলল—"এখন সবাই ঘুমিয়ে আছে। তুমি আমার পিঠ থেকে নেমে অশ্বশালায় চলে যাও। সেখানে গিয়ে ঘোড়াটি নিয়ে আসবে। কিন্তু খুব সাবধান ঘোড়ার লাগামে হাত দেবে না।"

নেকড়ের কথা মত ইভান প্রাসাদের ভেতর প্রবেশ করলেন, দেখলেন প্রহরীরা ঘুমাচ্ছে। তখন অশ্বশালায় গিয়ে ঘোড়াটিকে নিলেন। হঠাৎ তার চোখ পরল সোনা, রূপা, মণি মুক্তা দিয়ে তৈরি করা ঘোড়ার লাগামটির দিকে। খুব লোভ হল, ভুলে গেলেন নেকড়ের কথা। লাগামটি নেবার জন্য লাগামে হাত দেওয়ার সাথে সাথে প্রাসাদের সবাই জেগে উঠল। প্রহরীরা এসে ইভানকে ধরে নিয়ে গেল তাদের রাজার কাছে।

রাজা ইভানকে বললেন—"আমার ঘোড়াটিকে চুরি করবার জন্য প্রাসাদে ঢুকতে তোমার লজ্জা করে নি। তোমাকে আমি উপযুক্ত শাস্তি দেব। তবে তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারি, যদি তুমি রাজা ডালমেটের মেয়ে ইলিনাকে আমার কাছে এনে

দিতে পার। তা'হলে আমি আমার ঘোড়া ও লাগামটি তোমাকে দিয়ে দেব।"

ইভান রাজার কথা অনুসারে কাজ করবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নেকড়ের কাছে ফিরে এলেন।

নেকড়ে তাকে খালি হাতে আসতে দেখে বলল "আমার নিষেধ সত্বেও তুমি নিশ্চয়ই লাগামে হাত দিয়েছিলে ?"

ইভান বললেন, "খুবই অন্যায় হয়ে গেছে আর ভবিষ্যতে কখন তোমার নিষেধের কথা ভুলব না।"

"যা হবার হয়েছে, এবার আবার পিঠে চড়, আমি তোমাকে ডালমেটের রাজ্যে নিয়ে যাই।" ইভান নেকড়ের পিঠে চড়ে বসল,নেকড়ে এগিয়ে চলল।

রাজা ডালমেটের রাজ্যে ঢুকে তারা উপস্থিত হল রাজকুমারী ইলিনা যে বাগান-বাড়ীতে বাস করত সেই বাগানের কাছে।

নেকড়ে বললে—"এবার আমি নিজেই যাব। তুমি রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাও। পথে তোমার সাথে আবার দেখা হবে।"

ইভান এগিয়ে চলল।

এদিকে নেকড়ে লাফিয়ে প্রাচীর পার হল। বাগানে এক ঝোপের পেছনে লুকিয়ে রইল।

এক সময়ে রাজকুমারী ইলিনা তার সাথীদের নিয়ে বাগানে বেড়াতে বেরুলেন। বেড়াতে বেড়াতে রাজকুমারী এক সময়ে দাসীদের পেছনে রেখে ঝোপের সামনে উপস্থিত হলেন। আর সাথে সাথে নেকড়ে ঝোপের পেছন থেকে বেরিয়ে ইলিনাকে

নিয়ে লাফিয়ে প্রাচীর পার হল। রাজকুমারীর ঝি আর সাথীরা এই ঘটনা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল।

ইভান হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখলেন রাজকুমারী ইলিনাকে পিঠে করে নেকড়ে ফিরে আসছে। মন তার খুব খুশি হল। নেকড়ে রাজকুমারের সামনে এসে বলল, "তুমি আমার পিঠে বস, তাড়াতাড়ি এই রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে। তা' নাহলে রাজার লোকজন এসে আমাদের ধরে ফেলবে।"

রাজকুমার নেকড়ের পিঠে চড়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে নেকড়ে ছুটে চলল। সবুজ বন, নীল হ্রদ ও হলুদ নদী পেরিয়ে এগিয়ে চলল। কতদূর এভাবে তারা গিয়েছিল তা' কেউ বলতে পারে না। এভাবে চলতে চলতে তারা হাজির হল রাজা কুস্‌মনের রাজ্যে।

যখন তারা রাজপ্রাসাদের কাছে এল তখন ইভানকে বিষণ্ণ দেখে নেকড়ে বলল, "তোমাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন?"

"একটি ঘোড়ার জন্য ইলিনার মত পরমাসুন্দরী মেয়েকে হারাতে হবে, এর চেয়ে দুঃখের আর কি আছে?"

"এর জন্য ভাবনা কিসের। যদি সত্যিই তুমি রাজকুমারীকে হারাতে না চাও তবে এস আমরা এক কাজ করি। ইলিনাকে আমরা বনের এক জায়গায় লুকিয়ে রাখব। আর আমি ইলিনার মত এক সুন্দরী মেয়ে হয়ে যাব। তুমি আমাকে নিয়ে রাজপ্রসাদে যাবে। রাজা নকল রাজকুমারীকে পেয়ে খুশি হয়ে তোমাকে ঘোড়াটি দেবে। তুমি ঘোড়া নিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে চলে আসবে।"

তখন তারা বনের ভেতর গিয়ে একটি কুঁড়ে ঘরের ভেতর রাজকুমারীকে লুকিয়ে রাখল। নেকড়ে তিনটি লাফ দিল, আর

সঙ্গে সঙ্গে ইলিনার মত সুন্দরী মেয়ে হয়ে গেল। ইভান নকল ইলিনাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে হাজির হল।

নকল ইলিনাকে দেখে রাজা খুব খুশি হলেন। তিনি রাজকুমারকে ঘোড়া ও লাগামটি দিলেন। রাজকুমার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বনে গেলেন ও নেকড়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এদিকে রাজা ইলিনাকে পেয়ে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। আর সুন্দরী রাজকুমারীর ঘুমাবার জন্য সোণা রূপায় সাজান একটি ঘরে বিছানা করে দেবার আদেশ দিলেন।

রাজা যখন সেই ঘরে গেলেন তখন দেখতে পেলেন খাটের উপর নেই কোন সুন্দরী মেয়ে, রয়েছে একটি নেকড়ে। রাজা তাই দেখে ভয় পেয়ে গেলেন ও অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আর নেকড়ে বিছানা থেকে নেমে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বনের দিকে রওনা হল। খানিকক্ষণ পরে বনে রাজকুমার ও ইলিনার সাথে দেখা হল।

আবার তাদের পথ চলা সুরু হল। ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলেছে ইভান আর রাজকুমারী, আর পাশে পাশে হেঁটে চলেছে নেকড়ে।

পথ চলতে চলতে নেকড়ে দেখল, রাজকুমারকে আবার বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করল, "বন্ধু তোমাকে আবার বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন ?"

"একটা পাখির বদলে সুন্দর ঘোড়াটিকে হারাতে হবে বলে মনে কষ্ট হচ্ছে।"

"এর জন্য ভাবনা! এবার আমি ঘোড়া হয়ে যাব, তুমি আমাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে যাবে।"

এই বলে বনের ভেতর এক জায়গায় ঘোড়া ও ইলিনাকে

রেখে নেকড়ে তিনটি লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে নেকড়ে সোনার কেশরযুক্ত ঘোড়াতে পরিণত হল।

রাজকুমার ইভান নকল ঘোড়াটিকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলেন। রাজা ঘোড়া পেয়ে খুব খুশি হলেন। আগুনে পাখিটি যুবরাজকে দিলেন। পাখি নিয়ে প্রাসাদ হতে বেরিয়ে রাজকুমার যেখানে ইলিনা ও ঘোড়াটি লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেখানে উপস্থিত হলেন। ঘোড়ার পিঠে চড়ে স্বদেশের দিকে রওনা হলেন।

অন্যদিকে রাজা যখন ঘোড়াটির পিঠে চড়বার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন ঘোড়াটি হঠাৎ নেকড়ে হয়ে গেল। তাই দেখে রাজা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। নেকড়েও পালিয়ে এল। পথের মাঝে ইভানের সাথে দেখা হল। নেকড়ে রাজকুমারকে বলল, "আমি আর তোমাদের সঙ্গে যাব না। এখন হতে সব কিছুই তোমার নিজস্ব হয়ে গেল। আশা করি রাজধানীতে ফিরে যেতে তোমার অসুবিধে হবে না।"

"বিদায় বন্ধু, বিদায়, তোমার কথা জীবনেও ভুলতে পারব না। বিদায় বন্ধু, বিদায়।"

"বিদায়, কিন্তু তাও ক্ষণিকের জন্য। আবার আমাকে দরকার হতে পারে, আবার দেখা হবে।" বলে নেকড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজকুমার যখন নিজের রাজ্যের সীমায় প্রবেশ করলেন তখন খুব ক্ষিদে পাওয়ায় একটি ঝরণা থেকে জল ও ঘাসের এক টুকরো রুটি খেলেন। খানিকটা বিশ্রামের জন্য পথের ধারেই ঘুমিয়ে পড়লেন। এরই ভেতর অপর দু' জন রাজকুমার আগুনে পাখির সন্ধান না পেয়ে রাজধানীতে ফিরে আসছিলেন।

তারা ইভানকে পথের ধারে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলেন, আর দেখলেন ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে আর একটি আগুনে পাখি। দু'ভাই পরামর্শ করে ঠিক করলেন, ইভানকে মেরে ফেলাই ভাল, তা' না হলে তাদের দু'জনের বদনাম হবে আর ইভানের হবে সুনাম। এই ভেবে ইভানকে তারা মেরে ফেললেন। ইভানের মৃত দেহটি রাস্তার ধারে রেখে ইলিনাকে নিয়ে দু'ভাই রাজধানীর দিকে রওনা হলেন। রাজকুমারী ইলিনাকে তারা সাবধান করে দিলেন, "তুমি বাবার কাছে গিয়ে কোন কথা বলবে না। যদি কোন কথা প্রকাশ কর, তবে তোমাকে আমরা মেরে ফেলব।"

দু'ভাই চলে গেলে নেকড়ে সেখানে উপস্থিত হল, মৃত ইভানকে দেখে মনে তার খুব দুঃখ হল। সে তখনই আবার বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল, ছুটে চলল সঞ্জীবনী জলের সন্ধানে। খানিকক্ষণ পরে সে সঞ্জীবনী জল নিয়ে ফিরে এল। সেই জল নিয়ে মৃত ইভানকে স্নান করিয়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ইভান প্রাণ ফিরে পেল।

ইভানের প্রাণ ফিরে এল। নেকড়েকে বললেন "একি তুমি এখানে? আমি এতক্ষণ কি অদ্ভুত স্বপ্নই না দেখেছি।"

নেকড়ে বলল, "স্বপ্ন নয়, সত্যি ঘটনাই দেখছিলে। আমার জন্য তুমি আবার প্রাণ ফিরে পেলে। তোমার দু'ভাই তোমাকে হত্যা করে ঘোড়া আর ইলিনাকে নিয়ে পালিয়েছে। তুমি আমার পিঠে চড়, তোমাকে রাজধানীতে পৌছে দিয়ে আসি।"

ইভান নেকড়ের পিঠে চড়ে বসলেন, নেকড়ে এগিয়ে চলল। পথের মাঝেই অপর দু'জন রাজকুমারের সঙ্গে তাদের দেখা হল। নেকড়ে দু'জন রাজকুমারকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল ও ইভানের কাছ

থেকে বিদায় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজকুমার ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলল।

রাজা বিরেন্দ্রী রাজকুমার ইভানকে ফিরে পেয়ে খুব খুসি হলেন ও নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। রাজকুমার একে একে সমস্ত ঘটনা বললেন, নেকড়ের সাথে দেখা ও সে কি কি করেছে সব কিছুই বললেন। অপর দু'জন রাজকুমার তাকে হত্যা করার পর সে কি করে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল সে কথাও বললেন।

রাজা প্রথমে অপর ছেলেদের শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিছুদিন পরে শোক কমে এলে রাজকুমারী ইলিনার সঙ্গে রাজকুমারের বিয়ে দিলেন। ইভান ও রাজকুমারী ইলিনা বিয়ের পর সুখে ঘর-সংসার করতে লাগলেন।



সৈনিক ও ড্রাগন

বহুদিন আগে কিভ্ শহরের কাছে এক গাঁয়ে দ্রোব্রিনিয়া নামে এক সৈনিক বাস করত। সে ছিল তার মার একমাত্র ছেলে। দেখতে সে খুবই সুন্দর ছিল আর ছিল একজন বীর। বহু যুদ্ধে সে গিয়েছিল এবং প্রত্যেকবারই যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছিল। কারও সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে কেউ কখনও তাকে দেখে নাই। এছাড়া আর একটি গুণ তার ছিল সেটি হল সে ভাল গান গাইতে ও নাটক রচনা করতে পারত।

একবার গরমকালে নদীর জলে স্নান করার তার খুব ইচ্ছে হল। তাই মা'কে গিয়ে বলল, "আজ বেজায় গরম, তাই পুচাই নদীর জলে স্নান করে আমার শরীরকে ঠাণ্ডা করতে চাই।"

এই কথা শুনে মা ভয় পেয়ে গেলেন, বললেন, "তোমার নদীতে গিয়ে কাজ নেই। পুচাই নদী হল আগুনে নদী। সেখানে গেলে নদীর জলে পুড়ে মরতে হয়। আজ পর্যন্ত ওখানে যারা গেছে তাদের কেউ আর ফিরে আসে নি।"

"যদি তাই হয় তবে আমি আর নদীতে যাব না। নদীর কাছাকাছি ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু বেড়িয়ে আসি।"

দ্রোব্রিনিয়া ভ্রমণের পোষাক পরল, তীর ধনুক নিয়ে নদীর দিকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে রওনা হল। চাকরকে আদেশ দিল তাকে অনুসরণ করতে।

প্রায় এক ঘণ্টা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়াবার পর দ্রোব্রিনিয়া ভুলে গেল মায়ের কথা। পুচাই নদীর দিকে যাবার জন্য ঘোড়াকে নির্দেশ দিল।

নদীর তীরে এসে সব পোষাক খুলে ফেলল। মাথার টুপি, পোষাক সব নদীর তীরে রেখে জলের দিকে এগিয়ে চলল। চাকরকে বলল, "আমি জলে একটু সাঁতার কাটব। ঘোড়াটিকে দেখ।"

নদীর জলে সাঁতার কাটতে কাটতে নিজের মনে মনে দ্রোব্রিনিয়া বলল, "পুচাই নদীর বিষয়ে মা কত ভুল খবর বলেছিলেন। এখানকার জলে আগুন থাকা দূরের কথা, এ বৃষ্টির জলের চেয়েও অনেক ঠাণ্ডা।"

সেদিন আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল, আকাশে মেঘ ছিল না। হঠাৎ আকাশে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল, আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। দ্রোব্রিনিয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল একটি ড্রাগন তারই দিকে এগিয়ে আসছে। ড্রাগনটির তিনটি

মাথা, সাতটি লেজ। আর ড্রাগনের মুখ থেকে মাঝে মাঝে বের হচ্ছিল আগুন।

ড্রাগন গম্ভীর গলায় বলল, "আমি শুনেছিলেম তোর হাতেই আমার মৃত্যু। ওরে মূর্খ দ্রোব্রিনিয়া, তুই স্বেচ্ছায় আজ আমার হাতের মুঠোর ভেতর এসে পড়েছিস। এখন আর তোর রক্ষা নেই। এখনই ইচ্ছে করলে তোকে খেয়ে ফেলতে পারি।"

দ্রোব্রিনিয়া বলল, "এখনও আমি তোর হাতের মুঠোর ভেতরে যাই নি তাই অত গর্ব করছিস।"

দ্রোবিনিয়া খুব ভাল সাঁতার জানত। ডুব সাঁতারে নদীর তীরে উঠে এল। কিন্তু তীরে উঠে ঘোড়া বা চাকর কাউকেই দেখতে পেল না। ড্রাগনকে আসতে দেখে চাকর ভয় পেয়ে তীর ধনুক আর ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে গেছে। দ্রোব্রিনিয়া যখন দেখল ড্রাগনকে বাধা দেবার মত কিছুই নেই তখন ভাবতে লাগল ড্রাগনের হাতে বন্দী হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। হঠাৎ দেখতে পেল এক জায়গায় তার টুপিটি পড়ে রয়েছে। টুপিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল, তাড়াতাড়ি টুপিতে প্রায় তিন সের বালি ভরে ছুঁড়ে দিল ড্রাগনের দিকে। বালি ভর্তি টুপিটি ড্রাগনের একটি মাথায় লেগে একটি মাথা গেল কেটে।

ড্রাগন মিনতির স্বরে বলল, "তুই আমায় মারিস্ নে। আমাকে আমার বাসায় সুস্থ শরীরে যদি ফিরে যেতে দিস তবে তুই আমায় যা বলবি আমি তাই করব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনও এখানে আসব না। এখান থেকে কাউকে বন্দী করে নিয়ে যাব না।"

ড্রাগনের কাতর অনুরোধ শুনে দ্রোব্রিনিয়ার মনে দয়া হল। তাই ড্রাগনকে বলল, "তোকে এবারের মত ছেড়ে দিলুম। আর কখনও এখানে আসবি না। যদি কখনও আসিস, তবে তোকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হবে না।"

ড্রাগন তখন নদীকে পেছনে রেখে ফিরে চলল তার বাসার দিকে। যখন ড্রাগন রাজপুরীর উপর দিয়ে যাচ্ছিল তখন রাজা ভালডিমির ভাইঝি জাবাভা রাজপ্রাসাদের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। উপর থেকে তাকে দেখে ড্রাগনের মনে খুব আনন্দ হল এবং ধীরে ধীরে নীচে নেমে গিয়ে ছোঁ মেরে রাজকুমারীকে তুলে নিয়ে আবার আকাশ দিয়ে এগিয়ে চলল।

পথে চাকরের সঙ্গে দ্রোব্রিনিয়ার দেখা হল। পোষাক পরে নিয়ে নদী থেকে আসছে এমন সময় হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলে ড্রাগন রাজকুমারীকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে মনে তার খুব দুঃখ হল।

বাড়ী ফিরে সে ভাবতে লাগল ড্রাগনের হাত থেকে রাজকুমারীকে মুক্ত করা যায় কি ভাবে?

মা তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে বললেন, "দ্রোব্রিনিয়া, তোর কি হয়েছে? তুই এত কি ভাবছিস্?"

"না মা আমি কিছুই ভাবছি না। এখন আমাকে কিভ্ শহরে ভালডিমির প্রাসাদে যেতে হবে। সেখানে এক বিবাহের প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণ রয়েছে।"

"তোর রাজপ্রাসাদে গিয়ে দরকার নেই। আমার মনে হচ্ছে কি যেন একটা অশুভ ঘটনা ঘটতে চলেছে।"

দ্রোব্রিনিয়া মার কথা শুনল না। নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য রাজ-প্রাসাদের দিকে রওনা হল।

রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে দেখলে খাবার ঘরে অতিথিরা বসে রয়েছে। টেবিলের উপর নানা রকম খাবার সাজান রয়েছে কিন্তু সে সব কেউ স্পর্শ করছে না। শোকে সবাই মাথা নিচু করে চেয়ারে বসে রয়েছে। রাণী ঘরের এক কোণে চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদছেন।

রাজা অতিথিদের বললেন "আজকের প্রীতিভোজে অংশ গ্রহণ করবার মত মানসিক অবস্থা আমাদের নেই। আজ আমার প্রিয় ভাইঝিকে ড্রাগন চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। আপনাদের ভেতর এমন কোন বীর আছেন কি, যিনি আমার ভাইঝিকে ড্রাগনের হাত থেকে উদ্ধার করে এনে দিতে পারেন?"

রাজার কথায় সবাই সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কেউ কোন কথা বলল না। খানিকক্ষণ পরে পোপোভিচ্ বলল, "আজ আমি দেখেছি, নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ড্রাগন দ্রোব্রিনিয়ার সঙ্গে কথা বলছে। আমার মনে হয় দ্রোব্রিনিয়া ইচ্ছে করলে বিনা যুদ্ধেই রাজকুমারীকে ড্রাগনের কাছ থেকে উদ্ধার করে আনতে পারে।"

তাই শুনে রাজা বললেন, "দ্রোব্রিনিয়া, ড্রাগনের কাছ থেকে আমার ভাইঝিকে উদ্ধার করে নিয়ে এস। মনে রেখ তুমি খালি হাতে আমার রাজ্যে ফিরে এলে তোমার মাথা কেটে ফেলা হবে।"

দ্রোব্রিনিয়া রাজার আদেশ শুনে ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং কোন কথা না বলে রাজপ্রাসাদ হতে বেরুল।

দ্রোব্রিনিয়াকে তখন এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল যে তার মুখের চেহারা বদলে গিয়েছিল।

মা ছেলের এই অবস্থা দেখে বললেন, "তোকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন ? ভোজসভায় কি কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে ?"

"না মা, রাজা আমার প্রতি কোন খারাপ ব্যবহার করেন নি।"

"তা'হলে তোকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন ?"

"রাজা ভালডিমির আমাকে একটা কঠিন কাজের ভার দিয়েছেন। আমাকে পাহাড়ে ড্রাগনের বাসায় যেতে হবে। সেখান থেকে রাজকুমারী জবাভাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হবে।"

রাজার আদেশের কথা শুনে দ্রোব্রিনিয়ার মা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু সাধারণ মেয়ের মত তিনি কাঁদলেন না, ভাবতে লাগলেন কি করা যায়।

খানিকক্ষণ ভাবার পর তিনি ছেলেকে বললেন, "এখন তুই ঘুমাতে যা। কাল সকালে ঠিক করা যাবে কি করা যেতে পারে।"

দ্রোব্রিনিয়া মার কথা মত বিছানায় শুয়ে পরল।

দ্রোব্রিনিয়ার মা কিন্তু রাত্রিতে ঘুমুলেন না, একটি চামড়ার চাবুক তৈরি করতে বসলেন। সারা রাত পরিশ্রমের পর সাত রঙের সাতটি চামড়ার ফালি দিয়ে একটি চাবুক তৈরি করলেন।

সকালে দ্রোব্রিনিয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেলে মা তাকে বললেন, "তুই এখনই পোষাক পরে তৈরী হয়ে নে। আমাদের পুরানো ঘোড়া-শালায় যা। সেখানে গিয়ে দেখবি একটি ঘরের দরজা অর্ধেকটা কাদার ভেতরে রয়েছে আর দরজাটি বন্ধ রয়েছে। ঐ দরজাটি খুলে ভেতরে ঢুকে দেখবি তোর ঠাকুরদার ঘোড়া বার্কা কাদার ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তুই ঘোড়াটিকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসবি ও জল দিয়ে সমস্ত কাদা পরিষ্কার করে ফেলবি। তারপর তাকে খেতে দিবি। সেই ঘোড়ায় চড়ে ড্রাগনের বাসায় যাবি।”

মার কথা মত দ্রোব্রিনিয়া ঘোড়াশালায় গিয়ে বার্কাকে ঘর থেকে বের করে আনল। জল দিয়ে তার শরীর পরিষ্কার করে দিয়ে খেতে দিলে। তারপর বার্কার পিঠে সোনার কাজ করা সিল্কের জিনটি পরাল।

রওনা হবার আগে মা দ্রোব্রিনিয়াকে সাতরঙের চামড়ার চাবুকখানা দিয়ে বললেন, “তুই যখন ড্রাগনের বাসায় যাবি তখন ড্রাগন সেখানে থাকবে না। তোকে দেখে ড্রাগনের বাচ্চাগুলো তোকে ঘিরে ধরবে। তখন তুই চাবুক দিয়ে বার্কার কানে আঘাত করবি। আঘাত পেয়ে বার্কা লাফাতে আরম্ভ করবে ও তার পায়ের চাপে ড্রাগনের বাচ্চাগুলো মরে যাবে।”

দ্রোব্রিনিয়া মা’কে নমস্কার করে বার্কার পিঠে চড়ে ড্রাগনের বাসার দিকে রওনা হল।

সপ্তাহের শেষে দ্রোব্রিনিয়া ড্রাগনের বাসায় হাজির হল। পথে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হল। ঝর বৃষ্টির ভেতরেও সে বিচলিত হল না।

এক পাহাড়ে ছিল ড্রাগনের বাসা। সেই পাহাড়ের উপরে ড্রাগনের বাচ্চাগুলো খেলা করছিল। তাদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে বার্কা কিছুতেই এগুতে পারছিল না। বাচ্চাগুলো বার্কার পায়ের চার পাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে ছিল।

দ্রোব্রিনিয়া তখন চাবুক দিয়ে বার্কার কানে আঘাত করল।

সঙ্গে সঙ্গে বার্কা লাফাতে লাগল। আর বার্কার পায়ের খুরের চাপে ড্রাগনের বাচ্চাগুলো একে একে মরে যেতে লাগল।

বাচ্চাগুলো মরে গেলে পথ পরিষ্কার হয়ে গেলে দ্রোব্রিনিয়া তরবারি হাতে এগুতে লাগল। হঠাৎ দেখলে ড্রাগন তার দিকে এগিয়ে আসছে। ড্রাগনের মুখ থেকে আগুন আর কান থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল।

ড্রাগন চেঁচিয়ে বলল, "তুই আমার শান্তি নষ্ট করার জন্য এখানে ছুটে এসেছিস্ কেন? কি অপরাধে আজ তুই আমার বাচ্চাগুলোকে হত্যা করলি?"

দ্রোব্রিনিয়া বললেন, "তুই আমার শান্তি নষ্ট করেছিস্ কেন? তুই রাজকুমারী জবাভাকে চুরি করে নিয়ে এসেছিস্ কেন? তুই যদি এখন বিনা যুদ্ধে রাজকুমারীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিস্ তবে আমি তোর অপরাধের কথা ভুলে যেতে পারি।"

"কিছুতেই তুই জাবাভাকে ফিরে পাবি না। আমি তাকে খেয়ে ফেলব। আমি তোদের রাজ্যের সবাইকে বন্দী করে রাখব।"

ড্রাগন দ্রোব্রিনিয়াকে আক্রমণ করল, আরম্ভ হল সংগ্রাম। সংগ্রামের ফলে বড় বড় পাথরগুলো নীচে গড়িয়ে পড়তে লাগল, গাছগুলো শিকড় ছিঁড়ে নীচে গিয়ে পড়ল। তিনদিন তিন রাত ধরে লড়াই চলল। একসময়ে ড্রাগনকে কাছে পেয়ে চাবুক দিয়ে তার কানে আঘাত করল আর সঙ্গে সঙ্গে ড্রাগন মাটিতে পড়ে গেল। দ্রোব্রিনিয়া তখন ড্রাগনকে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল। আঘাতের ফলে ড্রাগনের দেহটি খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। ড্রাগনের কালো রক্ত নদীর ধারার মত বয়ে যেতে লাগল।

খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর দ্রোব্রিনিয়া রাজকুমারীর সন্ধানে

এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বহুক্ষণ খোঁজার পর একটি গুহার সন্ধান পেল। গুহায় তামার দরজার সোনার তালাটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক বন্দী রাজা ও রানী গুহা থেকে বের হল। দ্রোত্রিনিয়া তাদের বলল, "তোমরা সবাই মুক্ত, নিজ নিজ দেশে ফিরে যাও।"

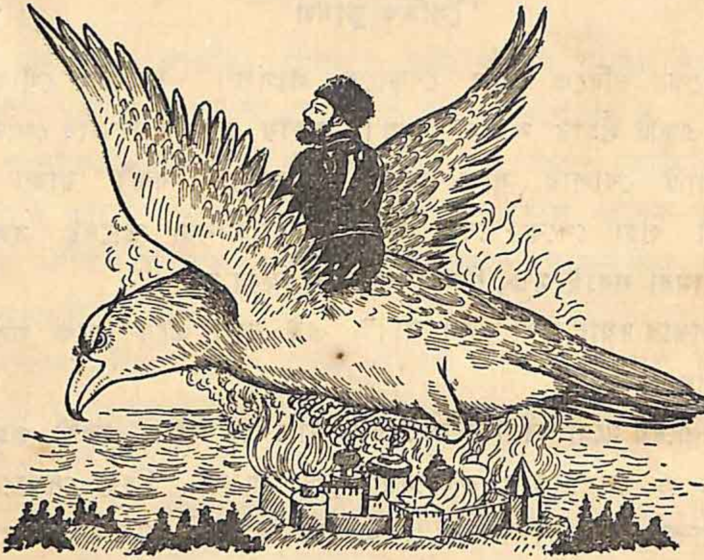
"তোমার দয়ার কথা ভুলব না।" এই বলে একে একে সবাই বিদায় নিল।

এদের মধ্যে জাবাভাকে দেখতে না পেয়ে অপর একটি গুহায় গেল ও সেখানকার বন্দীদের মুক্ত করল। কিন্তু সেখানেও জাবাভার দেখা মিলল না। এভাবে এগারটি গুহার বন্দীদের মুক্ত করেও যখন জাবাভার সন্ধান মিলল না তখন ফিরে আসবে বলে ঠিক করল।

হঠাৎ একটা গুহার দিকে তার চোখ পরল। সে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখল একটি অন্ধকার কূয়ার ভেতর জাবাভাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

দ্রোত্রিনিয়া শিকল ছিঁড়ে ফেলল ও রাজকুমারীকে গুহার বাইরে নিয়ে এল।

রাজকুমারীকে বার্কার পিঠে চড়িয়ে গাঁয়ের দিকে রওনা হল।



ঈগল ও সদাগর

॥ এক ॥

একবার এক চাষীর ক্ষেতে প্রচুর ফসল হয়েছিল। যখন মাঠ থেকে বাড়ীতে নিয়ে এল তখন তার গোলাঘর গুলো ভরে গেল। তাই দেখে চাষীর মনে খুব আনন্দ হল। চাষী নিজের মনেই বলল, "এবার আর আমি কাউকে ভয় করি না। আমার আর চিন্তা কিসের?"

একটি চড়ুই পাখি আর একটি ইঁদুর প্রায়ই চাষীর গোলা ঘরে আসত। গোলাঘর যখন ভরে গেল তখন তাদের মনেও খুব আনন্দ হল। দিনে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচবার গোলাঘরে আসত। পেট ভরে খাবার খেয়ে ইঁদুর তার গর্তে ফিরে যেত আর চড়ুই পাখি ফিরে যেত গাছে তার বাসায়। ধীরে ধীরে চড়ুই পাখি আর ইঁদুর তারা দু'জনে দু'জনার বন্ধু হয়ে গেল।

এ ভাবে তিনটি বছর কেটে গেল, গোলাঘরও প্রায় খালি হয়ে এল। ইঁদুর যখন দেখল আর সামান্য শস্য রয়েছে তখন সে ঠিক করল চড়ুই পাখি যখন থাকবেনা তখন শস্যগুলো নিয়ে যাবে। তাই একদিন রাত্রে সে গর্ত থেকে বের হল ও গোলাঘর থেকে শস্যগুলো নিজের গর্তে নিয়ে গেল।

সকালে চড়ুই পাখি গোলাঘরে এসে দেখল গোলাঘর খালি। তাই দেখে সে রেগে গেল। সে ভাবল, চতুর ইঁদুর তাকে ফাঁকি দিয়ে সমস্ত শস্য নিয়ে পালিয়েছে, তার সঙ্গে করেছে বিশ্বাসঘাতকতা। তাই পশুরাজ সিংহের কাছে যাবে, আশা করল তার কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাবে।

এই ভেবে সে পশুরাজের বাসার দিকে উড়ে চলল।

সিংহের কাছে উপস্থিত হয়ে নম্রভাবে বলল, "মহারাজ, আমি আপনার এক প্রজা ইঁদুরের সঙ্গে তিন বছর বাস করেছি। আমরা দু'জনে গোলার শস্য খেতাম কখনও ঝগড়া হত না। যখন গোলার শস্য শেষ হয়ে এল তখন ইঁদুর একদিন রাত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করে গোলার শস্য চুরি করে নিয়ে গেল। তার ফলে এখন আমাকে উপোস করতে হচ্ছে। আপনার কাছে সুবিচারের আশায় এসেছি। আশা করি আপনি ন্যায় বিচার করবেন। যদি আপনি তা না করেন তবে আমি আমাদের রাজা ঈগলের কাছে যাব।"

তাই শুনে সিংহ বলল, "যাও, তুমি তোমাদের রাজার কাছেই যাও।"

চড়ুই উড়ে চলল পাখিদের রাজা ঈগলের কাছে। ঈগলের কাছে সে পশুরাজ সিংহের ব্যবহারের কথা বলল।

সব শুনে ঈগল গেল রেগে। পশুরাজ সিংহের নিকট দূত

মারফৎ সংবাদ পাঠাল, "হে পশুরাজ, কাল সকালে তোমার প্রজাদের নিয়ে মাঠে উপস্থিত হবে। সেখানে তোমাদের সঙ্গে আমাদের লড়াই হবে।"

খবর পেয়ে সিংহ সমস্ত পশুদের লড়াই'এর কথা জানিয়ে দিল।

পরদিন সকালে সিংহের নেতৃত্বে সমস্ত পশু মাঠে মিলিত হল। পাখিরাও আকাশে সমবেত হল ঈগলের নেতৃত্বে।

এক সময়ে পশু ও পাখিতে আরম্ভ হল লড়াই। তিন ঘণ্টা তিন মিনিট লড়াই'এর পর ঈগলের দলই জয়ী হল। পশুদের মৃত দেহতে ভরে গেল মাঠ। ঈগল অন্যান্য পাখিদের বাসায় ফিরে যেতে বলে নিজে বনের দিকে উড়ে চলল। যুদ্ধে তার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল তাই বেশী দূর এগুতে পারল না, একটি বট গাছের ডালে বসে রইল।

শহরে এক সদাগর বাস করত। তার সবই ছিল, ছিল না কোন ছেলে-মেয়ে। তাই মনে ছিল খুব দুঃখ।

একদিন সকালে সদাগর ঘুম থেকে উঠে তার স্ত্রীকে বলল, "কাল আমি স্বপ্ন দেখলুম একটি পাখি আমাদের সঙ্গে বাস করছে। সেই পাখির খাবারের জন্য আমাদের ভাণ্ডারের সঞ্চয় সবই প্রায় শেষ হয়েছে। এই স্বপ্নকে ভুলে যাবার জন্য আমি শিকারে যেতে চাই।" এই বলে বন্দুকটি নিয়ে বনের দিকে রওনা হল।

সদাগর শিকারের জন্য বনে ঢুকে দেখতে পেল একটি বট গাছের ডালে একটি ঈগল বসে রয়েছে। যুদ্ধের শেষে সে সেখানে বসে বিশ্রাম করছিল।

গুলি করবার জন্য বন্দুকটি হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে পাখিটি

বলে উঠল, "আমাকে গুলি করো না। আমাকে গুলি করলে তোমার ক্ষতি হবে। আর আমার শক্তি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে খেতে দিলে তোমাকে বহুমূল্যের জিনিষ উপহার দেব।"

একটা ঈগল পাখি কি উপহার দেবে! এই ভেবে আবার বন্ধুকটি উঁচুতে ধরল। এবারও ঈগল সেই একই অনুরোধ করল। সদাগরের একটু দয়া হল তাই পাখিটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

ঈগলের খাবার সংগ্রহ করতে সদাগরের অনেক টাকা ব্যয় হতে লাগল। সদাগরের টাকা যখন প্রায় ফুরিয়ে এল তখন ঈগল সদাগরকে বলল, "তুমি মাঠে যাও, সেখানে গিয়ে দেখবে বহু মরা পশু রয়েছে। তুমি সেই মরা পশুর চামড়া ও হাড় গুলো শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে অনেক টাকা পাবে।"

ঈগলের কথা মত সদাগর মাঠে গিয়ে মরা পশুগুলোর চামড়া নিয়ে শহরে গেল ও বিক্রি করে বহু টাকা পেল।

এক বছর পরে ঈগল সদাগরকে বনের এক গাছের নীচে তাকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করল। তখন সদাগর ঘোড়ার গাড়ীতে করে ঈগলকে সঙ্গে নিয়ে বট গাছের নীচে গেল। ঈগল আকাশের দিকে উড়ে গেল। খানিকক্ষণ পরেই গাছের একটি ডাল ভেঙ্গে নেমে এসে সদাগরকে বলল, "আমি এখনও শক্তি ফিরে পাইনি, তোমাকে আরো এক বছর খাওয়াতে হবে।" সদাগর ঈগলটিকে নিয়ে বাসায় ফিরে এল।

এক বছর পরে আবার ঈগল সদাগরের সঙ্গে বট গাছের নীচে উপস্থিত হল। ঈগল এবারও বট গাছের উপর দিয়ে উড়ে গেল। খানিকক্ষণ পরেই আবার নীচে নেমে এসে বলল, "এবারও সম্পূর্ণ শক্তি ফিরে পাইনি। আরও

এক বছর আমাকে তোমার খাওয়াতে হবে।” আবার সদাগর বাসায় ফিরে এল ঈগলকে সঙ্গে নিয়ে।

এই ভাবে তিনবছর তিনমাস তিনদিন কেটে গেল। ঈগল আবার বনে গেল সদাগরের সঙ্গে। এবার সে বট গাছটিকে ওপড়ে ফেলল।

ঈগল তখন সদাগরকে বলল, “তোমাকে ধন্যবাদ, তোমার দয়ার ফলেই আমি বেঁচে উঠেছি। এবার তুমি আমার পিঠে চড়ে বস। তোমাকে আমার দেশে নিয়ে যাব ও বহু মূল্যের জিনিষ উপহার দেব।”

সদাগর ঈগলের পিঠে চড়ে বসল আর সঙ্গে সঙ্গে ঈগল আকাশের দিকে উড়ে চলল। যেতে যেতে এক সমুদ্রের উপর এসে পড়ল। ধীরে ধীরে তারা আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেল। তারপর ঈগল সদাগরকে পিঠ থেকে ফেলে দিল, কিন্তু সমুদ্রের জলে পড়ে যাবার আগেই আবার ধরে ফেলল।

তখন ঈগল সদাগরকে বলল, “তুমি কি জান মৃত্যু ভয় কি রকম?”

সদাগর বলল “নিশ্চয়ই জানি। আমি বুঝতে পেরেছি আমার সেই মুহূর্তটির আর বেশী দেরী নেই।”

ঈগল বলল, “তুমি যখন আমার দিকে বন্দুক ধরেছিলে তখন আমারও সেই মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছিল।”

সমুদ্রকে পেছনে রেখে ঈগল আবার এগিয়ে চলল। যেতে যেতে তারা তামার রাজ্যে হাজির হল।

তামার রাজ্যে নেমে ঈগল এক যুবকে পরিণত হল। সে বলল, “এখানেই আমার বড় বোন থাকে। আমরা এখন তার অতিথি হব। আমার বোন তোমাকে অনেক ধন-রত্ন উপহার

দিতে চাইবে, তুমি কিন্তু তার কিছুই না নিয়ে তামার কৌটোটি চাইবে।"

তারা ঈগলের বোনের বাড়ীতে হাজির হল। ভাইকে দেখে খুশি হয়ে বোন বলল, "তোমাকে তিন বছর দেখতে না পেয়ে ভেবেছিলুম তুমি হয়ত মারা গেছ। তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি। তুমি এখন আমার কাছে কি পেতে চাও বল।"

যুবক ঈগল বলল, "আমি ত তোমাদেরই একজন তাই আমার জন্য কোন চিন্তা নেই। ইনিই আমাদের অতিথি। এঁরি দয়ায় আমার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। একে অভ্যর্থনা জানাও।"

বোনটি তখন তাদের দু'জনকে নানাপ্রকার খাবার খেতে দিল ও পরে গুপ্তঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, "এখানে সোনা রূপা ও বহু মূল্যের মণিমুক্তা রয়েছে। তোমার যে জিনিষটি পছন্দ হয় সেটিই নিয়ে যাও।"

সদাগর বলল, "আমি সোনা রূপা মণিমুক্তা চাই না। আমি চাই তামার কৌটোটি।"

"সেই কৌটোটি কিছুতেই দেওয়া যাবে না।"

বোনের মুখ থেকে এই কথা শুনে যুবকটি আবার ঈগল হয়ে গেল ও সদাগরকে নিয়ে আকাশে উড়ে চলল।

বোন তখন চেঁচিয়ে বললে, "তোমরা ফিরে এস, তামার কৌটোটিই তোমাদের দেব।"

"বড্ড দেরি হয়ে গেছে" বলে ঈগল আরও উঁচুতে উঠে গেল।

খানিক দূর গিয়ে ঈগল সদাগরকে বলল, "নীচে তুমি কি দেখছ?"

"নীচে শুধু আগুনের ধোঁয়া দেখছি। আর একটি ফুল ফুটেছে দেখছি।"

"তামার রাজ্য পুড়ে যাচ্ছে আর রূপার রাজ্যের ফুল ফুটে উঠছে। এখানেই আমার মেজ বোন থাকে। আমার বোন তোমাকে ধনরত্ন উপহার দিতে চাইবে। তুমি সেগুলো না নিয়ে রূপার কৌটোটি চাইবে।"

রূপার রাজ্যে নেমে ঈগল আবার একজন যুবকে রূপান্তরিত হল। তিন বছর পরে ভাইকে দেখে ঈগলের বোন খুশি হল ও নানা প্রকার খাবার খেতে দিল।

খাওয়ার শেষে বোন সদাগরকে ধনরত্ন উপহার দিতে চাইল। সদাগর রূপার কৌটোটি চাইলেন। বোন কৌটোটি দিতে রাজি না হওয়ায় যুবক আবার ঈগলের রূপ নিল ও সদাগরকে নিয়ে উড়ে চলল।

খানিক দূর গিয়ে ঈগল সদাগরকে জিজ্ঞেস করল, "এবার নীচে কি দেখছ?"

"নীচে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে একটি ফুল ফুটছে।"

"রূপার রাজ্য পুড়ে যাচ্ছে আর সোনার রাজ্যের ফুল ফুটে উঠছে। এবার আমরা সেখানেই যাব। সেখানে আমার ছোট বোন থাকে। তোমাকে কিছু উপহার দিতে চাইলে সোনার কৌটোটি চাইবে।"

সোনার রাজ্যে পৌঁছুলে ঈগল আবার যুবকে রূপান্তরিত হল।

বোনের কাছে উপস্থিত হলে ঈগলের বোন বলল, "তিন বছর তোমাকে দেখতে না পেয়ে ভেবেছিলুম তুমি আর বেঁচে নাই। এবার বল তোমাকে আমি কি উপহার দিতে পারি?"

"আমার জন্য চিন্তা নেই আমি ত তোমাদের পরিবারেরই

একজন। এই অতিথিকে সম্মান জানাও। ইনিই তিন বছর আমাকে খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।”

তাদের দু'জনকে বোন খাবারের ঘরে নিয়ে গেল ও নানা প্রকার খাবার খেতে দিল।

আহার শেষ হলে ঈগলের বোন গুপ্তঘরে সদাগরকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কি উপহার পেতে চাও?”

সদাগর বলল, “আমি সোনার কৌটোটি ছাড়া আর কিছুই চাই না।”

বোনটি বলল “আমার ভাইকে তুমি তিন্ বছর খেতে দিয়েছ, একদিনের জন্য উপোস করতে দাও নি তাই তোমার কাছে আমরা ঋণী। তোমাকে আমি সোনার কৌটোটি উপহার দেব। সেটি সঙ্গে থাকলে কখনও তোমার কোন কষ্ট হবে না।” এই বলে সোনার কৌটোটি সদাগরের হাতে এনে দিল।

বিদায়ের সময় উপস্থিত হল। বিদায় দেবার সময় ঈগল সদাগরকে বলল, “বাড়ী পৌঁছবার আগে ভুলেও কখন কৌটোটির ঢাকনা খুলবে না। পথের মাঝে ঢাকনা খুললেই বিপদ হবে।”

বিদায় নিয়ে সদাগর নিজের দেশের দিকে রওনা হল।

পথ চলতে চলতে পরিশ্রান্ত হয়ে সদাগর বিশ্রামের জন্য পথের ধারে বসে পড়ল। বসে বসে সুন্দর সোনার কৌটোটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। হঠাৎ এক সময় কৌটোটির ঢাকনাটি খুলে ফেলল।

কৌটোর ঢাকনা খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সামনে একটি সুন্দর বিরাট অট্টালিকা হয়ে গেল। সেই অট্টালিকা হতে একটি চাকর বেরিয়ে এসে সদাগরকে জিজ্ঞেস করল তার কিছুর প্রয়োজন আছে কি?

সদাগর পানীয় ও কিছু খাবার আনবার জন্য আদেশ দিল। চাকর নির্দেশ মত খাবার নিয়ে এলে সদাগর সেগুলো খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজা ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলেন তার রাজ্যে বিনা অনুমতিতে একটা বিরাট অট্টালিকা কে তৈরি করেছে! খবরের জন্য দূত পাঠালেন।

সদাগরের কাছে দূত উপস্থিত হয়ে বলল, "রাজার আদেশ, তোমাকে এই মুহূর্তের ভেতর এই রাজ্য ছেড়ে যেতে হবে।"

সদাগর দূতকে সমস্ত ঘটনা বললেন, আর বললেন যদি কোন প্রকারে অট্টালিকাটি কৌটোর ভেতর রেখে দেওয়া যায় তবেই তিনি এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন।

দূত গিয়ে রাজাকে সব বলল। রাজা তখন বললেন, "সদাগর যখন বাড়ীতে ছিল না তখন তার বাড়ীতে যদি কিছু জন্মে থাকে তবে সেটি আমাকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে আমি সোনার কৌটোর ভেতর আবার অট্টালিকাটি ভরে দিতে পারি।"

আর কোন উপায় না দেখে সদাগর রাজার প্রস্তাবে রাজি হল। রাজা তখন সোনার কৌটোর ভেতর অট্টালিকাটি ভরে দিলেন। সদাগর কৌটোটি হাতে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হল। দিনের পর দিন হেঁটে চলল। তারপর একদিন বাড়ীতে হাজির হল।

সদাগরকে দেখে তার স্ত্রী ছুটে এসে বলল, "ভগবান আমাদিগকে একটি পুত্রসন্তান উপহার দিয়েছেন।"

কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতির কথা সদাগরের মনে হওয়ায় মনে খুব আঘাত লাগল।

তাকে বিষণ্ণ দেখে স্ত্রী তার কারণ জানতে চাইল। তখন

সদাগর সমস্ত ঘটনা বলল। সব শুনে স্ত্রীও খুব কাঁদল।

শোক ও দুঃখের কথা মানুষের চিরদিন মনে থাকে না, ধীরে ধীরে ভুলে যায়। সদাগরও কথাটি একদিন ভুলে গেল।

সদাগর একদিন সোনার কৌটোটির ঢাকনা খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি সুন্দর অট্টালিকা হয়ে গেল। সদাগর ও তার স্ত্রী সেই অট্টালিকায় সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

॥ দুই ॥

একদিন একদিন করে দশটি বছর কেটে গেল। এখন সদাগরের ছেলেটি বেশ বড় হয়েছে।

একদিন সকালে ছেলেটি ঘুম থেকে উঠে পিতার কাছে গিয়ে বলল, "কাল রাত্রে রাজা তার ও'খানে যাবার জন্য স্বপ্নে আদেশ করেছে।"

কথাটি শুনে সদাগরের প্রতিশ্রুতির কথা মনে হল। সদাগরের স্ত্রী অনেকক্ষণ কাঁদলেন। শেষে পুত্রকে আশীর্বাদ করে সেই রাজার রাজ্যে যাবার জন্য বিদায় দিলেন।

সদাগর পুত্র এগিয়ে চলেছে ত এগিয়েই চলেছে। বহু রাজ্য, বহু বন, বহু মাঠ পার হয়ে একটি বনে এসে থেমে গেল। সে সামনে দেখল, একটি কুঁড়ে ঘর, আর চারদিকে সেটি ঘুরছে।

সদাগর পুত্র কুঁড়েঘরকে বলল "কুঁড়ে ঘর, তুমি থামবে? আমি ভেতরে ঢুকব। আমি পরিশ্রান্ত একটু বিশ্রাম করতে চাই।"

কুঁড়ে ঘরটি থেমে গেলে সদাগর পুত্র ভেতরে ঢুকল।

সেই কুঁড়ে ঘরে এক ডাইনী বাস করত। সে সদাগর পুত্রকে দেখে বলল, "তুই কে? এখানে কিসের জন্য এসেছিস।"

সদাগর পুত্র বলল, "আমি পরিশ্রান্ত, আমাকে আগে কিছু খেতে দাও। খাওয়া হয়ে গেলে তোমাকে আমি সব বলব।"

ডাইনী সদাগর পুত্রকে দেখে দয়া হয়েছিল। সে খাবার এনে দিল ও ঘুমুবার জন্য বিছানাও করে দিল।

ডাইনীর দেওয়া খাবারগুলো খেয়ে সদাগর পুত্র ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উঠে ডাইনীর কাছে সব বলল।

ডাইনী সব শুনে বলল, "তুমি খুব ভাগ্যবান যে এই রাস্তা দিয়ে এসেছ। এই রাস্তা দিয়ে না এসে অন্য রাস্তা দিয়ে গেলে এতক্ষণে তুমি সেই রাজার রাজ্যে পৌঁছে যেতে। অনেক দিন অপেক্ষা করায় রাজা তোমার উপর খুব রেগে গেছেন, তোমাকে তার জন্যে কষ্ট ভোগ করতে হবে। তুমি সামনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাবে। যেতে যেতে একটা পুকুর দেখতে পাবে। সেই পুকুরের পারে একটা গাছের পেছনে লুকিয়ে থাকবে। এক সময় দেখবে তিনটি কোকিল সেই পুকুরের পারে এসে পরী হয়ে যাবে, তারা সবাই রাজার মেয়ে। সবাই পাখাগুলো খুলে স্নানের জন্য নিচে নেমে গেলে তুমি সুযোগমত একটি পাখা নিয়ে লুকিয়ে ফেলবে। রাজকুমারী তোমাকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়া পর্যন্ত তুমি পাখাগুলো ফেরৎ দেবে না। তবেই দেখবে তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ডাইনীর কথামত সদাগর পুত্র আবার এগিয়ে চলল। শেষে সেই পুকুরের কাছে হাজির হল। তখন সে পুকুরের পারে একটা গাছের পেছনে লুকিয়ে রইল।

বহুক্ষণ পরে সেখানে তিনটি কোকিল এসে হাজির হল ও

তিনটি সুন্দর পরী হয়ে গেল। পাখাগুলো খুলে রেখে তারা পুকুরের জলে নেমে গেল।

একটি কোকিলের পাখায় ছোট ছোট কতকগুলো দাগ ছিল। সদাগর পুত্র সেই পাখাটিকে লুকিয়ে ফেলল।

পরীদের স্নান হয়ে গেলে দু'জন দু'টি পাখা লাগিয়ে উড়ে চলে গেল। তৃতীয় পরীটি তার পাখাটি না পেয়ে এদিকে ওদিকে খুঁজতে লাগল।

যখন সে কিছুতেই তার পাখাটি খুঁজে পেল না তখন সে বলল, "আমার পাখাটি যে লুকিয়েছ দয়া করে আমাকে ফেরৎ দাও। যদি তুমি বৃদ্ধ হও তবে তুমি আমার পিতা, মধ্য বয়সী হলে তুমি আমার কাকা আর সমবয়সী হলে তুমি আমার স্বামী।"

সদাগর পুত্র তখন গাছের পেছন থেকে বের হয়ে বলল "তুমি কে?"

পরী বলল, "আমি রাজার মেয়ে, রাজকুমারী ভ্যাসিলা। তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

সদাগর পুত্র বলল, "আমি তোমার পিতার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।"

ভ্যাসিলা ছিল রাজার খুব প্রিয় আর ছিল খুব চতুর।

সদাগর পুত্র পাখাটি রাজকুমারীকে ফেরৎ দিল। ভ্যাসিলা তখন বলে দিল কিভাবে তার পিতার রাজ্যে পৌঁছুতে হবে। তারপর সদাগর পুত্রের নিকট বিদায় নিয়ে উড়ে চলে গেল।

সদাগর পুত্র রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলে রাজা তাকে জল তোলার ও কাঠ কাটার কাজ দিল।

রাজার রাঁধুনী সদাগরপুত্রকে পছন্দ করত না, প্রায়ই রাজার কাছে মিথ্যে নালিশ করত।

একদিন রাঁধুনী রাজাকে বলল, "সদাগর পুত্র বলছে সে এক দিনের ভেতর গাছ কেটে বন পরিষ্কার করে সেখানে গমের চাষ করবে। এক দিনের ভেতর মাঠে গম হবে ও পরের দিন সকালে সেই গম থেকে খাবার তৈরি করে সকলকে খেতে দেবে।"

রাজা তখন সদাগরপুত্রকে ডেকে পাঠালেন ও আদেশ দিলেন একদিনের ভেতর বন কেটে গমের চাষ করে সেই গম থেকে পরদিন সকালে খাবার তৈরি করে আনার জন্য।

সদাগরপুত্র বলল, "এ কি করে সম্ভব ?"

রাজা বললেন, "তুমি যখন গল্প করেছ তখন তোমাকে করতেই হবে। তা না হলে কাল তোমার মাথা কেটে ফেলা হবে।"

রাজার আদেশ শুনে বিষণ্নমনে সদাগরপুত্র তার ঘরে ফিরে চলল। পথে ভ্যাসিলার সঙ্গে দেখা হল। সে সদাগরপুত্রকে বলল, "তোমাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন ?"

সদাগরপুত্র তখন রাজার আদেশের কথা জানাল।

সব শুনে রাজকুমারী বলল, "এর জন্য চিন্তা ? এর চেয়েও কঠিন কাজ তোমাকে করতে হবে। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাক, কাল সকালে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রাত্রিতে রাজকুমারী ভ্যাসিলা কৃষকদের ডেকে পাঠাল ও রাজার আদেশের কথা জানাল।

রাজকুমারীর নির্দেশে কৃষকদল মাঠে গিয়ে কাজ সুরু করল। কেউ গাছ কাটতে লাগল, কেউ গাছের শিকড় তুলতে লাগল, কেউ লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করতে লাগল।

দেখতে দেখতে বিরাট বন একটি গমের ক্ষেতে পরিণত হয়ে গেল। সকালে দেখা গেল গাছে গম হয়ে রয়েছে।

সদাগরপুত্র সেই গম নিয়ে রুটি তৈরি করে রাজার কাছে উপস্থিত হল। রাজা খুব খুশি হয়ে সদাগরপুত্রকে পুরস্কার দেবার আদেশ দিলেন।

রাঁধুনী আবার একদিন রাজাকে গিয়ে বলল, "সদাগরপুত্র বলেছে, গাছ কেটে সেই কাঠ দিয়ে এক রাত্রির ভেতর জাহাজ তৈরি করে দিতে পারে। সেই জাহাজ দরকার হলে জল ছেড়ে শূন্যে উড়ে যেতে পারে।"

রাজা তখন সদাগরপুত্রকে ডেকে এক রাত্রির ভেতর একটি জাহাজ তৈরি করে দেবার আদেশ দিলেন।

রাজার কাছ থেকে ফিরবার পথে রাজকুমারীর সঙ্গে সদাগর পুত্রের দেখা হল। সে রাজকুমারীকে রাজার আদেশের কথা জানাল।

সব শুনে রাজকুমারী বলল, "এর জন্য চিন্তা কেন? আমি সব ঠিক করে দেব তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে যাও।"

রাত্রিতে রাজকুমারী কাঠুরীয়াদের ডেকে পাঠালেন। তারা সবাই উপস্থিত হলে এক রাত্রির ভেতরে একটা জাহাজ তৈরি করে দেবার আদেশ দিলেন।

রাজকুমারীর আদেশ পেয়ে অনেক কাঠুরীয়া বনে গেল, সুরু করল কাজ। কেউ কাঠ কাটতে লাগল, কেউ পেরেক ঠুকতে লাগল, দেখতে দেখতে এক রাতের ভেতর একটা জাহাজ তৈরি হল।

সকালে সদাগরপুত্র জাহাজটি নিয়ে দরবারে হাজির হল। রাজা তখন তার কয়েকজন কর্মচারীকে ঐ জাহাজে করে ঘুরে আসতে বললেন।

সদাগরপুত্র জাহাজে সবাইকে নিয়ে আকাশের দিকে উড়ে চলল। রাজার রাঁধুনীও তাদের সঙ্গে গেল।

রাজার চিড়িয়াখানায় যেখানে বাঘ, ভালুক, সিংহ থাকত সেখান দিয়ে যাবার সময় সদাগরপুত্র রাজার রাঁধুনীকে নীচে ঠেলে ফেলে দিল।

খানিকক্ষণ পরে জাহাজ নীচে নেমে এল।

রাজা তখন সদাগর পুত্রকে বললেন, "তুমি ত খুব চালাক। এবার তোমাকে আর একটি কাজ করতে হবে। আমার একটা ঘোড়া আছে সেটি কিছুতেই বশ মানতে চায় না। তাকে তোমাকে বশে এনে দিতে হবে।"

সদাগরপুত্র খুশি মনে নিজের ঘরে ফিরে চলল। একটা ঘোড়াকে বশ মানান কি খুব কঠিন কাজ।

পথে ভ্যাসিলার সঙ্গে দেখা হল। সে সব শুনে বলল, "কাজটি তুমি যত সহজ ভেবেছ তত সহজ নয়। ঘোড়াটি হল রাজা নিজে। সে তোমাকে নিয়ে একবার আকাশে উঠবে আবার নীচে নেমে আসবে। বাতাসের চেয়েও ঘোড়াটি হবে দ্রুতগামী। দ্রুত উঠানামা করার ফলে তুমি নীচে পড়ে যাবে ও মারা যাবে এই হল রাজার ইচ্ছা।"

সদাগরপুত্র ভয় পেয়ে গেল, বলল, "এখন উপায় ?"

রাজকুমারী বলল, "একটা উপায় আছে, সেটি হল তুমি এখনই কোন কামারের কাছে যাও। তাকে দিয়ে একটি লোহার হাতুড়ী তৈরি করাবে। সেই হাতুড়ী দিয়ে অনবরত ঘোড়ার মাথায় আঘাত করবে তবেই দেখবে ঘোড়াটি তোমার বশ মানবে।"

পরদিন সকালে একটি হাতুড়ী নিয়ে অশ্বশালায় উপস্থিত হয়ে

সদাগরপুত্র দেখল, একটা ঘোড়া কিছুতেই সহিসের বশে আসছে না।

সদাগরপুত্র ঘোড়াটির উপর উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটি ছুটে চলল। একবার আকাশে উঠেই বনের ভেতর নেমে এল, আবার মেঘের ভেতর উঠে গেল। ঘোড়াটি এইভাবে উঠানামা করতে লাগল। আর সদাগরপুত্র ঘোড়াটির মাথায় হাতুড়ীর আঘাত করতে লাগল। ঘোড়াটি এক সময়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল ও শান্ত হয়ে চালকের নির্দেশমত চলতে লাগল।

ঘোড়াটিকে অশ্বশালায় রেখে সদাগরপুত্র রাজদরবারে হাজির হয়ে দেখল, রাজা সিংহাসনে বসে রয়েছে, মাথায় তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

সদাগর পুত্র বলল, "আমি ঘোড়াটিকে বশে এনেছি।"

রাজা বলল, "আমি তোমার কাজে খুব খুশি হয়েছি। তোমার সঙ্গে আমার এক মেয়ের বিয়ে দেব। আজ আমার মাথা খুব ব্যথা করছে, কাল সকালে তুমি আমার মেয়েদের ভেতর যাকে পছন্দ করবে তার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।"

রাত্রিতে ভ্যাসিলা সদাগরপুত্রের ঘরে এসে বলল, "আমরা তিন বোন। কাল তিন জনকেই তোমার সামনে উপস্থিত করা হবে। রাজা তোমাকে তিনজনের ভেতর একজনকে পছন্দ করতে বলবেন। আমরা তিনজনেই দেখতে একরকম।"

সদাগরপুত্র বলল, "তা'হলে তোমাকে চিনব কি করে?"

রাজকুমারী বলল, "আমরা তিনজনই একরকম পোষাক পরে সভায় যাব। তুমি দেখবে আমার পোষাকের মুক্তাগুলো অন্যদের পোষাকের মুক্তার মত উজ্জ্বল দেখাবে না। কিন্তু তারপর রাজা কি করবেন জান?"

"কি করবেন ?"

"রাজা তখন আমাদেরকে কোকিল করে দেবে। আমি পাখাটি বেশী নাড়াচাড়া করব তাই দেখে আমাকে চিনে নেবে।"

"এর পরও কি কিছু হবে ?"

"হাঁ, সবার শেষে, আমরা পরী হয়ে যাব। আমরা তিনজন দেখতে একই রকম, লম্বায় সমান, চুলের রঙ এক, মুখও দেখতে একরকম। আমার হাতে একটা রুমাল থাকবে। তাই দেখে তুমি আমাকে চিনে নেবে। বিদায়—আবার কাল সকালে দেখা হবে। আমার কোন কথা ভুলে যেও না।" এই বলে রাজকুমারী প্রাসাদে ফিরে গেল।

পরদিন সকালে রাজা তার তিন মেয়েকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে সদাগরপুত্রকে বললেন—"এবার তুমি এদের ভেতর থেকে কাউকে বেছে নাও, তারি সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।"

সদাগরপুত্র সবার দিকে ভাল করে দেখতে লাগল। দেখল, একজনের পোষাকের মুক্তাগুলো ততখানি উজ্জ্বল নয়। তখন তাকে দেখিয়ে বলল "একে আমি বিয়ে করতে চাই।"

রাজা বললেন—"তুমি খারাপ মেয়েকে বেছে নিয়েছ। তাই তোমাকে আর একবার সুযোগ দিতে চাই।"

"আমি আর কাউকে চাই না। একে পেলেই আমি খুশি হব।"

"আবার তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি, এবার কাউকে পছন্দ করে নাও।"

এই বলে রাজা তিনজনকে তিনটি কোকিল করে দিলেন। তিনটি কোকিলই পাখা নাড়ছিল। সদাগরপুত্র দেখল একটি

কোকিল কম পাখা নাড়ছে। তখন সদাগর পুত্র সেই কোকিলটিকে দেখিয়ে বলল, "আমি একে চাই।"

রাজা বললেন, "এবারেও তুমি ভুল করলে। মনে রেখ তোমার ভুলের জন্য পরে দুঃখ করতে পারবে না। তৃতীয় বারের মত তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি। মনে রেখ এই তোমার শেষ সুযোগ।"

রাজা তখন তার মেয়েদের পরী করে দিলেন। প্রত্যেকেই দেখতে একই রকম। প্রত্যেকের হাতে ছিল এক এক খানি রুমাল।

সদাগরপুত্র দেখল তাদের একজন মাঝে মাঝে হাতের রুমালটি নাড়ছে। সদাগরপুত্র তাকে দেখিয়ে বলল, "আমি একে বিয়ে করতে চাই।"

রাজা আর কোন উপায় না দেখে ভ্যাসিলার সাথে সদাগর পুত্রের বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর ভ্যাসিলা ও সদাগরপুত্র রাজপ্রাসাদেই বাস করতে লাগল। বেশ সুখেই তাদের দিন কেটে যেতে লাগল।

॥ তিন ॥

কিছুদিন পরে মা'বাবার কাছে ফিরে যাবার জন্য সদাগর-পুত্রের মন চঞ্চল হয়ে উঠল।

ভ্যাসিলার সাথে পরামর্শ করে একদিন রাত্রে প্রাসাদের সবাই যখন ঘুমিয়ে ছিল তখন ভ্যাসিলাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নিজের দেশের দিকে রওনা হল।

পরদিন সকালে রাজা যখন শুনতে পেলেন সদাগরপুত্র প্রাসাদ থেকে পালিয়েছে তখন তাকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠালেন।

যেতে যেতে এক সময়ে ভ্যাসিলার মনে সন্দেহ হল, সে সদাগরপুত্রকে বলল, "তুমি মাটিতে কান রেখে শোনো কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে কি ?"

সদাগরপুত্র মাটিতে কান রেখে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। রাজকুমারী বলল, "আমাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্য বাবা লোক পাঠিয়েছে। এখন ফাঁকি দিয়ে চালাকি করে এদের হাত থেকে রক্ষা পেতে হবে।"

ভ্যাসিলা তখন সদাগরপুত্রকে একটি ফলের বাগানে রূপান্তরিত করে নিজে একটি বাঁধা কপি হল।

রাজার অনুচরেরা এসে দেখল মাঠের ভেতর এক বাগান আর তার ভেতরে একটি বাঁধা কপি রয়েছে। তাই দেখে তারা রাজধানীতে ফিরে গেল।

রাজা সব শুনে বলল—"এ আর কিছুই নয়, চালাকি করে তোমাদের চোখে ধূলা দিয়েছে। তোমরা সেই কপিটিকে বাগান থেকে নিয়ে এস।"

রাজার অনুচরেরা আবার মাঠের দিকে রওনা হল।

রাজার লোকেরা ফিরে গেলে সদাগরপুত্র ও রাজকুমারী এগিয়ে চলেছিল। খানিক দূর গিয়ে রাজকুমারীর মনে সন্দেহ হওয়ায় সদাগর পুত্রকে মাটিতে কান পেতে শুনতে বলল। সদাগরপুত্র এবার ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল।

ভ্যাসিলা এবার একটি কূয়া হয়ে গেল আর সদাগর পুত্রকে বাজপাখি করে দিল।

রাজার লোকজন এসে দেখল বাগান নেই। একটি বাজপাখি এক কূয়ার পাশে বসে রয়েছে। তাই দেখে তারা ফিরে গেল ও রাজার কাছে গিয়ে যা দেখেছে তাই বলল।

রাজা ভ্যাসিলা ও সদাগরপুত্রের চালাকির কথা শুনে রেগে গেলেন। নিজেই এবার রওনা হলেন সদাগরপুত্রকে ধরে নিয়ে আসার জন্য।

এদিকে অনেক দূর তারা এগিয়ে গেছে। রাজকুমারীর অনুরোধে সদাগরপুত্র মাটিতে কান রেখে হৈ চৈ শুনতে পেল।

ভ্যাসিলা বলল, "এবার বাবা নিজে আসছেন। এখন আর রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই।" পথের মাঝেই মাথায় হাত দিয়ে সে বসে পরল।

হঠাৎ রাজকুমারীর মনে হল সে রাজপ্রাসাদ থেকে আসার সময় একটি চিরুনী, একটি বুরুষ এবং একটি তোয়ালে সঙ্গে এনেছিল।

সে তখন বুরুষটি মাটিতে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এক গভীর বন হয়ে গেল। রাজা কিন্তু বনের গাছ কেটে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

যদিও রাজকুমারী ও সদাগর পুত্র বহু পথ এগিয়ে গিয়ে ছিল তবুও হঠাৎ তারা পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেল রাজা বন পার হয়ে এগিয়ে এসেছে। রাজকুমারী তখন চিরুনীটি মাটিতে ফেলে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সৃষ্টি হল এক পাহাড়। পাহাড়কে পেছনে রেখে তারা দু'জন এগিয়ে চলল।

রাজাও পাহাড় কেটে পথ তৈরি করে সেই পথ দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন। এক সময় পাহাড়ের পথ শেষ হয়ে এল।

ভ্যাসিলা পেছনে তাকিয়ে তা' দেখতে পেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তোয়ালেটি পেছনের দিকের মাটিতে ফেলে দিল। তোয়ালেটি মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হল এক সমুদ্র।

রাজা এক লাফে সমুদ্র পার হলেন। কিন্তু সমুদ্র পার হয়ে কোন পথ দেখতে পেলেন না, তাই নিজের রাজ্যে ফিরে চললেন।

রাজা ফিরে গেলে রাজকুমারী ও সদাগরপুত্র নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলল।

শহরের সীমানায় পৌঁছে সদাগরপুত্র ভ্যাসিলাকে বলল—"তুমি এখানে অপেক্ষা কর। তোমার কথা আমাদের বাড়ীর কেউ জানে না। আমি বাড়ীতে গিয়ে তোমার কথা বলব, তখন বাড়ী থেকে আমার আত্মীয়-স্বজনেরা এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।" এই বলে সদাগরপুত্র বাড়ীর দিকে রওনা হল আর রাজকুমারী অপেক্ষা করতে লাগল।

সদাগরপুত্র বাড়ী ফিরে এলে সবার মনে আনন্দ দেখা দিল। আনন্দের মাঝে সদাগর পুত্র ভ্যাসিলার কথা ভুলে গেল আর হতভাগ্য রাজকুমারী রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটাতে লাগল।

কিছুদিন অপেক্ষা করার পরও যখন সদাগরপুত্র ফিরে এল না, তখন রাজকুমারী বুড়ীর ছদ্মবেশে শহরে ঢুকল। শহরে সে শুনতে পেল সদাগরপুত্রের বিয়ে ঠিক হয়েছে। পরের দিনই বিয়ে।

বুড়ীর সাজে ভ্যাসিলা সদাগরের বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে চাইল। সদাগরের স্ত্রী বলল—"তুমি এক মিনিট অপেক্ষা কর। তোমার জন্য আমি একটি ছোট কেক এখনই নিয়ে আসছি।"

সদাগরের স্ত্রী বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখলেন বড় কেকটি আগুনে পুড়ে গেছে। তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন, আগুনে পুড়ে যাওয়া কেকটিই দেওয়া যাক্। তিনি কেকটিকে ছুরী দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করে ফেললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে দু'টি কোকিল সেখান থেকে বেরিয়ে জানালায় গিয়ে বসল।

জানালায় বসে একটি কোকিল অপরটিকে বলল, "সদাগরপুত্র ভ্যাসিলাকে ভুলে গিয়েছে তুমিও কি তেমনি আমাকে ভুলে যাবে।" বলেই কোকিল দু'টো উড়ে চলে গেল।

সদাগরপুত্র সেখানে ছিল। কোকিলের কথা শুনে তার ভ্যাসিলার কথা মনে পড়ল। মা'কে সব কথা বলল।

তার মা সব শুনে বলল—"তুমি যখন রাজকুমারীকে আগেই বিয়ে করেছ তখন আর কাউকে বিয়ে করতে পার না।"

তখন যার মেয়ের সঙ্গে সদাগরপুত্রের বিয়ে ঠিক হয়েছিল তাকে অনেক টাকা দিয়ে বিয়ে বন্ধ করে দিল। আর ভ্যাসিলাকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠান হল।

ভ্যাসিলাকে সদাগরের বাড়িতে নিয়ে আসা হল। সদাগর-পুত্র ও ভ্যাসিলা সুখে শান্তিতে সংসার করতে লাগল।



ভাই-বোন

অনেকদিন আগে এক গাঁয়ে এক বুড়ী বাস করত, তার অলিনা নামে এক মেয়ে ও ইভানু নামে এক ছেলে ছিল।

একদিন দুই ভাই বোনকে রেখে বুড়ী মারা গেল।

টাকার অভাবে অনেক দিন ভাই-বোনের খাবার জুটত না। তাই তারা দু'জন একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ঘন্টার পর ঘণ্টা পথ চলার পর তারা এক মাঠে উপস্থিত হল। ইভানুর ক্ষিদে পেয়েছিল তাই সে দিদিকে বলল—"দিদি, জল খাব।"

আলিনা বলল, "ভাই তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে। খানিকক্ষণ পরে আমরা একটা কূয়ার কাছে পৌঁছব তখন তুমি জল খেতে পাবে।"

ভাই তখন কোন কথা না বলে দিদির সঙ্গে এগিয়ে চলল।

চলতে চলতে তারা এক জায়গায় উপস্থিত হয়ে দেখল পথের একটা গর্তের ভেতর খানিক জল জমে রয়েছে।

জল দেখে ইভান্নু বলল—"দিদি, আমি এই জল খাব ?"

আলিনা বলল—"না ভাই এ জল তুমি খেও না। এই জল খেলে তুমি ঘোড়া হয়ে যাবে।"

দিদির নিষেধ শুনে ইভান্নু সেই জল খেলে না। সে আবার দিদির সঙ্গে চলল।

চলতে চলতে তারা এক জায়গায় দেখতে পেল পথের আর একটি গর্তের ভেতর জল জমে রয়েছে। তাই দেখে ইভান্নু বলল, "এই জল কি খাওয়া যাবে ?"

দিদি বলল, "না, এই জল খেলে এখনই তুমি গাধার ছানা হয়ে যাবে।"

দিদির কথা শুনে জল না খেয়ে আবার এগিয়ে চলল।

খানিক দূর গিয়ে আবার দেখতে পেল পথের একটা গর্ত আর সেখানে কিছু জল রয়েছে। তাই দেখে ইভান্নু বলল, "দিদি, আমি আর পারছি না। এ জল আমি খাবই।"

আলিনা বাধা দিয়ে বলল, "এ জল খেলে তুমি ছাগল ছানা হয়ে যাবে। এ জল খেও না।"

ভাই দিদির কথায় কান না দিয়ে গর্ত থেকে খানিকটা জল খেয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ইভান্নু ছাগল ছানা হয়ে গেল।

আলিনা তখন মনের দুঃখে সেখানে বসে কাঁদতে লাগল। আর ছাগল ছানাটি তার চার পাশে লাফাতে লাগল।

এক সময় ঐ রাস্তা দিয়ে এক সদাগর ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। একটি সুন্দরী মেয়েকে পথের ধারে বসে কাঁদতে দেখে অবাক

হয়ে কাঁদার কারণ জানতে চাইল। আলিনা তখন তাকে সব কথা বলল।

সদাগরের মনে দয়া হল, বলল—"তুমি আমার সঙ্গে চল। তোমার কোন দুঃখ থাকবে না, আমি তোমাকে সোনা রূপা দিয়ে জামা তৈরি করে দেব। ছাগল ছানাও আমাদের সঙ্গেই থাকবে।"

আলিনা সদাগরের কথায় রাজি হল। সদাগর তখন ছাগল ছানা ও আলিনাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

সদাগরের বাড়ীতে আলিনা ও ছাগল ছানা সুখে দিন কাটাতে লাগল।

আলিনার সুখ দেখে এক ডাইনীর খুব হিংসে হল। সে আলিনাকে জব্দ করার পথ খুঁজতে লাগলো।

একদিন সদাগর কি এক কাজে শহরের বাইরে গিয়েছিল। সেই সুযোগে ডাইনী বাড়ীতে ঢুকল। আলিনাকে বলল নদীতে তার সঙ্গে স্নান করতে যেতে।

আলিনা ডাইনীকে সন্দেহ করে নাই। সে তার সঙ্গে নদীতে গেল। নদীতে গিয়ে ডাইনী আলিনার সমস্ত জামা-কাপড় খুলে ফেলে হাতে ও পায়ে পাথর বেঁধে নদীতে ফেলে দিল। আলিনা চীৎকার করল কিন্তু কোন ফলই হল না, নদীতে আর কেউ ছিল না।

ডাইনী নদীর জলে আলিনাকে ফেলে দিয়ে তার পোষাক পরে সদাগরের বাড়ীতে ফিরে এল। কেউ তাকে চিনতে পারলো না। সবাই ভাবল, আলিনাই স্নান করে ফিরে এসেছে। একমাত্র ছাগল ছানাই তাকে চিনল। সদাগরের মনেও কোন সন্দেহ দেখা দিল না।

এদিকে ছাগল ছানা দিদির শোকে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিল। সেশুধু কাঁদত আর বলত,—

দিদি আমার সোনার দিদি,
কোথায় গেলি চলে—
ডাইনী বুড়ি হিংসে করে
ফেল্‌লে নদীর জলে।

ডাইনী কিন্তু ছাগল ছানার কথা ঠিক বুঝতে পেরেছিল। সে তখন প্রায়ই ছাগল ছানার বিরুদ্ধে সদাগরের কাছে নালিশ করত। আর বলত ছাগল ছানাটি কেটে মাংস রেধে খাবার তার খুব ইচ্ছে করে। সদাগর ছাগল ছানাকে খুব ভালবাসতেন তাই কিছু করতে চাইলেন না।

নালিশ শুনে শুনে সদাগর একদিন বিরক্ত হয়ে ছাগলছানাকে কেটে ফেলতে আদেশ দিলেন। ডাইনী তখন মাংস রান্না করবার জন্য উনানে আগুন দিল, আর ছুরিতে সান দিতে লাগল।

এ সব দেখে ছাগল ছানা বুঝতে পারল তার মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এসেছে। সে তখন নদীতে স্নান করবার জন্য সদাগরের অনুমতি চাইল।

সদাগর তার লোকজনদের সাথে ছাগলছানাকে নদীতে পাঠাল। নদীর পারে পৌঁছে ছাগল ছানা কেঁদে কেঁদে বলল— "দিদি তুমি কোথায়? আজ যে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। তুমি একবার দেখা দাও।"

নদীর জলের নীচ থেকে উত্তর এল :

পায়ে আমার পাথর বেঁধে ডাইনি দেছে ফেলে
সেই থেকে ভাই ডুবে আছি এই নদীরই জলে।

কেউ যদি দয়া করে—আমায় তোলে ভাই—
দৌড়ে তোমার কাছে গিয়ে একটি চুমো খাই॥

যারা ছাগল ছানাটির সঙ্গে নদীতে গিয়েছিল তারা নদীর ভেতর থেকে কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। সদাগরের কাছে ছুটে গিয়ে সব বলল।

সদাগরের মনে সন্দেহ হল, তাই নিজেই নদীতে গেলেন। জেলেদের ডেকে নদীর জলে জাল ফেলতে বললেন। জালের সঙ্গে সঙ্গে আলিনাও উপরে উঠে এল। তার শরীরের পাথরগুলো খুলে ফেলা হল। আলিনা প্রাণ ফিরে পেল।

দিদিকে পেয়ে ছাগলছানা আনন্দে লাফাতে লাগল। লাফাতে লাফাতে হঠাৎ সে একজন যুবকে পরিণত হল। সবাই আনন্দের সঙ্গে বাড়ী ফিরে এল।

বাড়ীতে ফিরে সদাগর ডাইনীকে ঘোড়ার লেজে বেঁধে বনের ভেতর ছেড়ে দিয়ে এল।

কয়েকদিন পরে সদাগরের সঙ্গে আলিনার বিয়ে হয়ে গেল। তারা সুখে দিন কাটাতে লাগল।



চতুর মেয়ে

এক গাঁয়ে দু'ভাই বাস করত। বড় ভাই ধনী আর ছোট ভাই গরীব।

একবার দু'ভাই দেশ ভ্রমণে বেরুল। গরীবের ছিল একটি ঘোড়া আর ধনী ভাইয়ের ছিল একটি গাড়ী। পথ চলতে চলতে রাত হয়ে যাওয়ায় এক জায়গায় তারা আশ্রয় নিল।

রাত্রিতে গরীব ভাইটির ঘোড়ার একটি বাচ্চা হল। বাচ্চাটি গড়াতে গড়াতে গাড়ীর চাকার কাছে চলে গেল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাচ্চাটিকে দেখে বড় ভাই ছোট ভাইকে বলল, "দেখ আমার গাড়ীটির কি সুন্দর একটি বাচ্চা হয়েছে।"

ছোট ভাই ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছিল। সে বলল— "গাড়ীর কি করে বাচ্চা হবে? এ নিশ্চয়ই আমার ঘোড়ার বাচ্চা।"

বড় ভাই তার উত্তরে বলল, "যদি তাই হত তবে বাচ্চাটি নিশ্চয়ই তার মার কাছে থাকত, গাড়ীর কাছে যেত না।"

এই নিয়ে দু'ভাইয়ের ভেতর ঝগড়া সুরু হল এবং শেষ পর্যন্ত এর মীমাংসার জন্য—দু'জনেই শহরে কাজীর কাছে গেল।

ধনী ভাই কাজীকে প্রচুর টাকা দিল। তাই কাজী সমস্ত শুনে বলল, "গাড়ীরই বাচ্চা হয়েছে"।

কাজীর বিচার শুনে গরীব ভাইটির মনে খুব কষ্ট হল, সে রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে সব ঘটনা বলল।

রাজা তখন দু'ভাইকে ডেকে পাঠালেন।

দু'ভাই রাজ দরবারে উপস্থিত হলে রাজা বললেন—"আচ্ছা বলতে পার পৃথিবীতে কোন জিনিষটি সব চেয়ে শক্তিশালী ও দ্রুতগামী? কোন জিনিষটি মোটা? কোন জিনিষটি সব চেয়ে বেশী নরম? আর কোন জিনিষ পৃথিবীর সবারই সব চেয়ে বেশী প্রিয়?"

উত্তরের জন্য রাজা তিনদিন সময় দিলেন।

ধনী ভাই রাজবাড়ী হতে বেরিয়ে তার এক পরিচিত মহিলার বাড়ীতে গেল।

মহিলাটি ধনীকে বিষণ্ন দেখে বসবার আসন দিয়ে বিষণ্নতার কারণ জানতে চাইল।

ধনী বলল, "রাজা কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছেন। তিন দিনের ভেতর উত্তর দিতে হবে।"

"প্রশ্নগুলো কি?"

"প্রথম প্রশ্ন হল পৃথিবীর কোন জিনিষটি সবচেয়ে শক্তিশালী ও দ্রুতগামী?"

"এর জন্য এত চিন্তা? পৃথিবীর ভেতর সবচেয়ে দ্রুতগামী

হল আমার স্বামীর ঘোড়া—রিডল। সে বাতাসের মত তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি কি?"

"পৃথিবীর ভেতর কোন জিনিষ সবচেয়ে মোটা?"

"আমাদের দু'বছরের শুকরের বাচ্চাটির মত মোটা আর কোন জিনিষ এ পৃথিবীতে নেই, সেটি এখনই এত মোটা হয়েছে যে দাঁড়িয়ে খেতে তার খুবই কষ্ট হয়।"

"তৃতীয় প্রশ্ন হল, পৃথিবীর ভেতর কোন জিনিষটি সবচেয়ে নরম?"

"সেটি হচ্ছে আমার পিতার বিছানা, এর চেয়ে আর কোন নরম জিনিষের কথা কি কল্পনা করতে পার?"

"শেষ প্রশ্নটি হল, পৃথিবীতে সবার কাছে সব চেয়ে প্রিয় জিনিষ কোনটি।"

"আমার নাতি হল সবার চেয়ে প্রিয়।"

"প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য তোমায় ধন্যবাদ।"

অন্যদিকে গরীব ভাইটি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে এল। বাড়ীর দরজায় তার সাত বছরের মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল।

পিতাকে কাঁদতে দেখে মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কাঁদছ কেন?"

তখন মেয়ের কাছে সে সব কথা বলল।

সব শুনে মেয়ে বলল, "এর জন্য কাঁদবার কি আছে?"

"আমি জীবনেও এগুলোর উত্তর দিতে পারব না, বাচ্চাটিকেও ফিরে পাব না।"

"তুমি কেঁদ না। তুমি আমাকে প্রশ্নগুলো বল।"

তখন সে মেয়ের কাছে রাজার প্রশ্নগুলো বলল।

সব শুনে মেয়েটি বলল "রাজাকে গিয়ে বলবে পৃথিবীতে

সবচেয়ে দ্রুতগামী ও শক্তিশালী হল বাতাস। সবচেয়ে মোটা হল মাটি, কারণ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী গাছগাছড়া মাটি হতেই তাদের খাবার গ্রহণ করে। পৃথিবীর সবচেয়ে নরম জিনিষ হল হাত। তাই সকল সময় মানুষ মাথার নিচে হাত রাখে। ঘুম হল সবার প্রিয়।"

দু' দিন পরে দু'ভাই আবার রাজার কাছে গেল। প্রথমে বড়ভাই উত্তরগুলো রাজাকে বলল। পরে ছোট ভাই তার সাত বছরের মেয়ে যে উত্তর বলে দিয়েছিল তাই বলল।

রাজা গরীব লোকটির উত্তর শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে উত্তরগুলো কে বলে দিয়েছে?"

"আমার মেয়ে।"

রাজা তখন তাকে কিছু সিল্কের সুতা দিয়ে বললেন—"তোমার মেয়ে ত খুব চালাক। তাকে এগুলো দিয়ে বলবে সে যেন কাল ভোরের ভেতর এই সুতো দিয়ে একটি তোয়ালে তৈরী করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়।"

গরীব লোকটি মনের দুঃখে রাজসভা থেকে বেরুল। বাড়ী ফিরে এসে মেয়ের কাছে রাজার আদেশের কথা বলল।

মেয়ে রাজার আদেশের কথা শুনে বলল—"এর জন্য চিন্তা কিসের? আজ রাত্রিতে নিশ্চিন্তে ঘুমাও। কাল সকালে দেখা যাবে কি করা যেতে পারে।"

পরদিন ভোরে মেয়েটি ঝাঁটা থেকে একটি কাঠি ভেঙ্গে নিয়ে এল। পিতার হাতে সেই কাঠিটি দিয়ে বলল, "রাজার কাছে এটি নিয়ে যাও। রাজাকে গিয়ে বলবে, ছুতার ডেকে সে যেন এইটি দিয়ে একটা তাঁত তৈরি করে দেন। সেই তাঁত দিয়ে আমি রাজার জন্য তোয়ালে তৈরি করে দেব।"

গরীব লোকটি রাজার কাছে গিয়ে মেয়ের কথা জানাল। রাজা তখন দেড়শ' হাঁসের ডিম তার হাতে দিয়ে বললেন, "তোমার মেয়েকে এগুলো দেবে। এই ডিম থেকে একশোটি বাচ্চা ফুটিয়ে কাল ভোরে যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়।"

গরীব লোকটি ডিমগুলো নিয়ে বাড়ী ফিরে মেয়েকে রাজার নূতন আদেশের কথা জানাল।

মেয়েটি রাজার আদেশের কথা শুনে বলল, "এর জন্য চিন্তা নেই।" এই বলে সে ডিমগুলো রান্না করল।

খাওয়া হয়ে গেলে সে পিতাকে বলল—"তুমি রাজার কাছে গিয়ে বলবে বাচ্চাগুলোর খাবার জন্য ঘাসের দরকার, একদিনের ভেতর তিনি যেন জমি চাষ করিয়ে সেই জমিতে একদিনের ভেতরই ঘাস বড় করে সেই ঘাস পাঠিয়ে দেন। আর যদি তা না হয় তবে আমাদিগের কাছে যে ডিমগুলো পাঠান হয়েছে সেগুলো হতেও একদিনের ভেতর বাচ্চা ফুটিয়ে দেওয়া যাবে না।"

পরের দিন রাজা সব শুনে বললেন—"তোমার মেয়েটি ত খুব চালাক। কাল সকালে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু এমন ভাবে আসবে যে পরনে কাপড় থাকবে না, আবার ন্যাংটা হয়েও আসতে পারবে না। আসার সময় ঘোড়ায় চড়ে আসবে না আবার হেঁটেও আসতে পারবে না। আমার জন্য কোন জিনিষ আনতে পারবে না কিন্তু আমাকে তার কিছু উপহার দিতে হবে।"

রাজার নূতন আদেশের কথা শুনে বাপ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে গেল আর ভাবতে লাগল, তার মেয়ের এই আদেশমত কাজ করা অসম্ভব। একটি ঘোড়ার বাচ্চার জন্য তাকে সব কিছু হারাতে হবে।

মেয়েটি যখন রাজার নূতন আদেশের কথা শুনল তখন মোটেই বিচলিত হল না। সে তখন পিতাকে কোন শিকারীর কাছ থেকে একটি জীবন্ত খরগোস ও একটি পাখি এনে দিতে বলল। গরীব লোকটি তখনই একটি খরগোস ও একটি পাখি নিয়ে এল।

পরদিন সকালে মেয়েটি তার জামা-কাপড় খুলে একটি মাছ ধরার জাল শরীরে জড়িয়ে নিল, পাখিটিকে হাতে নিয়ে খরগোসের পিঠে চড়ে রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হল।

রাজপ্রাসাদের দরজায় রাজার সঙ্গে তার দেখা হল। তখন পাখিটি এগিয়ে দিয়ে সে বলল, "আপনাকে উপহার দেবার জন্য এইটি এনেছি।"

রাজা পাখিটিকে ধরবার জন্য হাত বাড়ালো, পাখিটিও সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল।

রাজা বললেন—"তোমার কাজে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি শুনেছি তোমরা খুব গরীব। তোমাদের খাবার কোথা থেকে আসে তা' আমি জানতে চাই।"

"আমার বাবা মাঠে মাঠে জাল ফেলে মাছ ধরেন, আর আমি সেগুলো রান্না করি। সেই মাছ আমরা দুজনে খাই।"

"বোকা মেয়ে, মাছ কি কখনও মাঠে থাকে? সেত থাকে জলে।"

"আমি বোকা সত্যি, কিন্তু আপনিত খুব চালাক! আপনি কোথায় দেখেছেন গাড়ীর বাচ্চা হতে?"

রাজা তখন খুব লজ্জিত হলেন এবং ধনী লোকটিকে ঘোড়ার বাচ্চাটি গরীব লোকটিকে দিয়ে দেবার আদেশ দিলেন।



চাষীর সাথী

অনেকদিন আগে এক গাঁয়ে দু'জন চাষী বাস করত। তাদের একজন শহরে গিয়ে বাস করতে লাগল। শহরে সে ব্যবসা করত। ব্যবসা করতে করতে সে ধনী হয়ে উঠেছিল।

আর ছোট ভাই জমি চাষ করে বহু কষ্টে সংসার চালাত। দিনরাত খেটে যে পয়সা সে পেত তাতে সংসারের সবাই পেট ভরে খেতে পেত না। প্রায়ই তাদের উপোস করতে হত।

একদিন সকালে গরিব ভাই তার স্ত্রীকে বলল—"শহরে গিয়ে দাদাকে বললে সে নিশ্চয়ই আমাকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করবে। তাই আমি শহরে যাব।"

তারপর একদিন সে শহরে ধনী ভাইয়ের কাছে উপস্থিত

হয়ে বলল, "আমার পরিবারের সবাই প্রায় উপোস করে আছে। তুমি কি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করবে?"

ধনী ভাই বলল, "তুমি আমার বাড়ীতে এক সপ্তাহ কাজ করলে তোমাকে কিছু টাকা দেব।"

টাকা পাবার আর কোন উপায় না দেখে গরীব ভাই এক সপ্তাহের মজুর খাটতে রাজি হল। তাকে জ্বালানি কাঠ কাটতে হত, জল তুলতে হত, ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াতে হত এবং ঘর ঝাঁট দিতে হত।

সপ্তাহের শেষে তার কাজের মজুরী হিসেবে সে পেল কয়েকখানি রুটি।

বিদায়ের সময় ধনী তাকে বলল, "ভাই, কাল সকালে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এখানে আসবে। কাল আমার জন্মদিন তাই তোমাদের নিমন্ত্রণ রইল।"

"তোমার অন্যান্য ধনী বন্ধুরা জন্মদিনের প্রীতিভোজে দামী পোষাক পরে আসবে। আর আমি ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে তাদের মাঝে আসব কি করে?"

"এর জন্য চিন্তা নেই। আমি তোমার জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা করব।"

"আচ্ছা আমি আসব।"—এই বলে সে গাঁয়ের দিকে রওনা হল।

গরিব ভাই গাঁয়ে ফিরে রুটিগুলো তার স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলল—"কাল আমাদের নিমন্ত্রণ।"

"কোথায়?"

"ধনী ভাইয়ের জন্মদিন উৎসবে।"

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা শহরে গেল। ধনীর

বাড়ীতে গিয়ে তার দীর্ঘ জীবন কামনা করল ও এক পাশে বসল।

দেখতে দেখতে বহু ধনী ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হল। তাদের প্রত্যেককে নানা প্রকার খাবার দেওয়া হল কিন্তু গরীব ভাইকে কেউ কিছু দিল না। গরীব ভাই ও তার স্ত্রীকে কেউ চিনতে পারল না।

খাবার শেষ হয়ে গেলে সবাই নিমন্ত্রণকর্তাকে ধন্যবাদ জানাল। আর আনন্দের গান করতে লাগল। গরীব ভাই ও তার স্ত্রী খালি পেটে বাড়ী ফিরে চলল।

গরীব ভাই তার স্ত্রীকে বলল, "এস আমরা গান করি।"

"আমরা কেন গান করব? ওরা পেট ভরে খেয়েছে তাই আনন্দে গান করছে। আর আমরা না খেয়েই গান করব?"

"জন্মদিনের উৎসবে আমরা এসেছি। এখন যদি গান না করি তবে অনেকের মনেই সন্দেহ হবে আমরা হয়ত সমান আনন্দ উপভোগ করিনি। তাই এস আমরা গান করি।"

"তোমার ইচ্ছে হয় তুমি গান কর, কিন্তু আমি গান করব না।"

তখন গরীব ভাই গান আরম্ভ করল। গান করতে করতে শুনতে পেল অপর আর একজনও গান করছে। তাই গান থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি আমার সঙ্গে গান করেছ?"

"না আমি গান করিনি।"

"তা' হলে কে গান করছে?"

"এবার তুমি গান কর। আমি দেখব তোমার সঙ্গে কে গান করে।"

আবার গান আরম্ভ করল। কিন্তু এবারও দুটি স্বর শুনতে পেল। চাষীর সন্দেহ হল হয়ত দারিদ্রতা তার সঙ্গে গান গাইছে।

তাই সে দারিদ্রতাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি আমার সঙ্গে গান গাইছ?"

"হাঁ, আমিই গান গাইছিলাম।"

"তা'হলে আজ থেকে তুমি আমাদের সাথী হও।"

"আজ হতে আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকব।"

তারপর সবাই গাঁয়ে ফিরে গেল।

বাড়ী ফিরে দারিদ্রতা মদ খেতে চাইল। তখন গরীব ভাই বলল—"আমি দোকানে যেতে পারব না।"

"কেন?"

"আমার কাছে টাকা নাই।"

"টাকার কি দরকার, তোমার গরম কোটটি দিয়ে মদ নিয়ে এস।"

তখন গরীব ভাই তার গরম কোটটি দোকানদারকে দিয়ে কিছু মদ নিয়ে এল।

পরদিন সকালে দারিদ্রতার মাথা ব্যথা সুরু হল। মাথা ব্যথা কমাবার জন্য মদ খেতে চাইল। গরীবটি বলল, "আমি আর দোকানে যাব না কারণ আমার হাতে একটি পয়সাও নেই।"

দারিদ্রতা বলল, "তোমার টাকার দরকার নেই। তুমি তোমার গাড়ীটি নিয়ে দোকানে যাও ও সেটি দিয়ে মদ নিয়ে আস"

গরীব ভাই তখন তার গাড়ীটা দোকানে দিয়ে মদ নিয়ে এল। এভাবে মদের জন্য গরীব ভাই তার স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রি করল, বাড়ী বন্ধক রাখল। দেখতে দেখতে এক মাসে গরীব ভাইয়ের সব কিছু বিক্রি হয়ে গেল। এমন কি বাসনপত্রও বিক্রি হয়ে গেল।

দারিদ্রতা যখন দেখল গরীবের আর কিছু নেই তখন সে বলল, "তুমি কারোর কাছ থেকে একটা গাড়ী নিয়ে এস।"

গরীব ভাই তখন আর এক চাষীর কাছে গিয়ে বলল, "তোমার গরু আর গাড়ীটি আমাকে ধার দেবে? তার বদলে আমি এক সপ্তাহ মজুর খেটে দেব।"

"গাড়ী দিয়ে তুমি কি করবে?"

"আমি বন থেকে কাঠ আনব।"

"গাড়ী নিয়ে যাও। কিন্তু কখনও বেশী মাল বোঝাই করবে না।"

"তোমার কথা আমার মনে থাকবে। তোমাকে ধন্যবাদ।"

গাড়ীটি বাড়ীতে নিয়ে এলে দু'জনে তার উপর উঠে বসল। দারিদ্রতা বলল—"মাঠের ভেতর একটি পাথর আছে তা' কি তুমি জান?"

"হাঁ, কেন?"

"সেখানে চল।"

তারপর তারা মাঠের ভেতর যেখানে পাথরটি রয়েছে সেখানে উপস্থিত হল। গাড়ী থেকে নেমে দু'জনে বহু চেষ্টা করে পাথরটি সরিয়ে ফেলল। পাথরটি সরে গেলে দেখা গেল সেখানে এক কলসী মোহর রয়েছে।

দরিদ্রতা তখন বলল—"মোহরগুলো তাড়াতাড়ি গাড়ীতে তুলে নাও।"

চাষী সবগুলো মোহর গাড়ীতে তুলে নিল। যখন সে দেখল কলসীতে আর একটিও মোহর নেই তখন সে দরিদ্রতাকে বলল, "আমার মনে হচ্ছে কলসীতে আরো মোহর রয়েছে। কিন্তু সেগুলো আমি তুলতে পারছি না।"

"কোথায়? আমি ত দেখতে পাচ্ছি না!"

"কেন, কলসীর কোণায় ঐ দেখ কি চক্‌চক্‌ করছে।"

"না, আমি কোন কিছুই ত দেখতে পাচ্ছি না।"

"তুমি কলসীর ভেতর নেমে যাও তবেই সব দেখতে পাবে।"

দরিদ্রতা কলসীর ভেতর নেমে গেল আর চাষীটি তখন কলসীর মুখে পাথর চাপা দিল।

চাষী বলল—"এবার ভাল হল, তোমাকে সঙ্গে নিলে আমার সব টাকা তোমার মদের জন্য ব্যয় হয়ে যেত। এবার আর আমার কোন চিন্তা নাই।"

চাষী বাড়ী ফিরে এসে ঘরের মেঝে গর্ত করে মোহরগুলোকে লুকিয়ে রাখল। প্রতিবেশীকে গাড়ীটি ফেরৎ দিয়ে এসে ভাবতে লাগল কি ভাবে টাকাগুলো ব্যয় করবে।

কয়েকদিন পরে কিছু কাঠ কিনে ধনী ভাইয়ের বাড়ীর চেয়েও একটি সুন্দর বাড়ী তৈরি করল।

তারপর একদিন শহরে গিয়ে ভাইকে তার জন্মদিনে প্রীতিভোজে আসার জন্য অনুরোধ জানাল।

ধনী ভাই চাষীর কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়ে বলল, "তুমি বল কি হে! যার দু'বেলা খাবার জোটে না সে আজ নিমন্ত্রণ করতে এসেছে জন্মদিনের প্রীতিভোজে!"

"তুমি কি এখনও আমাকে আগের মত গরীব মনে কর? সেদিন আর নেই। তুমি নিজে গিয়ে সব দেখে এস।"

"আমি কাল তোমার বাড়ীতে যাব।"

পরদিন সকালে ধনী ভাই তার স্ত্রীকে নিয়ে চাষীর বাড়ীতে গিয়ে তার সুন্দর বাড়ীটি দেখে অবাক হয়ে গেল।

ধনী চাষীকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি হঠাৎ বড় লোক হলে কি করে?"

তখন গরীব ভাইটি তাকে সব ঘটনা বলল—কোন কথাই বাদ দিল না।

ধনী ভাইটি সব শুনে ভাবল সে যদি মাঠে গিয়ে পাথরের নীচে থেকে দারিদ্রতাকে তুলে নিয়ে আসে তবে সেও প্রচুর মোহর পাবে। এই ভেবে সে তার স্ত্রীকে শহরে রেখে আবার মাঠে ফিরে এল।

পাথর সরিয়ে নিলে দারিদ্রতা উপরে উঠে এল। ধনী ভাইটি তখন তাকে বলল, "তোমাকে যে জব্দ করেছে তার ওখানে গিয়ে তাকে ধ্বংস করে দাও।"

"আমি আর সেই চাষীর কাছে যাব না। তুমি দয়া করে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছ, তোমার মত দয়ালু লোকের সঙ্গে আমি বাস করতে চাই।"

দারিদ্রতা ধনীর সঙ্গে শহরে গেল।

অল্প দিনের ভেতরই লোভী ধনী তার সব কিছু হারাল ও ভিখিরী হয়ে পথে পথে ভিক্ষা করতে লাগল।



মরণ-জয়ী সৈনিক

এক

এক সৈনিক পঁচিশ বছর সৈন্যের কাজ করার পর চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করল। চাকরী হতে বিদায় নিয়ে ভাবল, আমি রাজার কাছে এত দিন কাজ করে তার বিনিময়ে তিনটি রুটি ছাড়া আর কিছুই পেলাম না! যা হোক আমি প্রথমে আমার বাড়ী যাব। সেখানে গিয়ে যদি দেখি মা বাবা মারা গিয়েছেন তবে খানিকক্ষণ তাদের সমাধিতে বসে থাকব ও তারপর অন্য কোথাও চলে যাব।

মনে মনে এই ঠিক করে সৈনিক নিজের গ্রামের দিকে রওনা হল।

পথ চলতে চলতে খিদে লাগায় সৈনিক একখানি রুটি খেয়ে

ফেলল। তখনও গ্রামে পৌঁছুতে অনেক পথ বাকি তাই আবার সে এগিয়ে চলল।

রাস্তায় তার সাথে এক ভিখিরীর দেখা হল। ভিখারীটি তাকে বলল, "বাবু এই খোঁড়া ভিখিরীকে কিছু খাবার দাও, ক'দিন, কিছু খাইনি।"

ভিখারীর কথা শুনে সৈনিকের দয়া হল, সে দুটো রুটি তাকে দিয়ে দিল। আবার সে এগিয়ে চলল।

যেতে যেতে সে একটি পুকুরের ধারে উপস্থিত হল। পুকুরের জলে তিনটি হাঁস সাঁতার কাটছিল। তাই দেখে সৈনিকটি সেখানে দাঁড়িয়ে পরল। সুযোগ পেয়ে হাঁসগুলোকে মেরে ফেলল ও থলের ভেতর সেগুলোকে ভরে নিয়ে চলতে সুরু করল।

অনেকখানি পথ সে এগিয়ে গেল। খিদে পাওয়ায় একটি হোটেলের সামনে গিয়ে থামল। হোটেলের মালিককে হাঁস তিনটি দিয়ে তার বদলে কিছু খাবার চাইল। সৈনিকের প্রস্তাবে হোটেলওয়ালা রাজি হল।

খাবার খেতে খেতে সে দেখল রাস্তার পাশেই একটি নূতন বাড়ী রয়েছে কিন্তু তাতে কোন লোকজন নেই। তার মনে সন্দেহ হওয়ায় হোটেলওয়ালার কাছে জানতে চাইল বাড়ীটির মালিক কে।

হোটেলওয়ালা বলল—"একজন সদাগর অনেক টাকা ব্যয় করে বাড়ীটি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু বাড়ীতে একদিনও বাস করতে পারেন নি। বাড়ীটির উপর রাক্ষসদের দৃষ্টি পড়েছে। বাড়ীতে রাত্রিতে রাক্ষসেরা আসে। নাচ গান ও হৈ চৈ করে আবার ভোরের দিকে চলে যায়। সন্ধ্যার পর ঐ বাড়ীতে কেউ থাকতে পারে না। রাক্ষসেরা এসে কাউকে দেখলে খেয়ে ফেলে।"

"ঐ সদাগরের সঙ্গে কোথায় দেখা হতে পারে ?"

"সামনের রাস্তা দিয়ে খানিক দূর এগিয়ে গেলে একটা লাল রঙের বাড়ী পাবেন। সেই বাড়ীতে সদাগর বাস করে।"

খাওয়া হয়ে গেলে সৈনিক সদাগরের সঙ্গে দেখা করে বলল, "আমি শুনেছি আপনার নূতন বাড়ীটি খালি রয়েছে। আজ রাত্রে আমি সেখানে বাস করতে চাই।"

"তোমার কি জীবনের উপর কোন মায়া নেই। সেখানে গেলে তোমাকে আর ফিরে আসতে হবে না। শহরে আরো অনেক বাড়ী খালি আছে। তার একটিতে তুমি থাকার ব্যবস্থা কর। আমার বাড়ীতে তোমাকে বাস করতে দিতে পারি না।"

"আমি আশা করি আপনার বাড়ী থেকে রাক্ষসদের তাড়াতে পারব।"

"আরও একজন বীর কিছুদিন আগে সেই বাড়ীতে রাত্রি কাটাতে গিয়েছিল কিন্তু পরের দিন শুধু তার হাড়গুলো পাওয়া গিয়েছিল।"

"আমি সৈন্যের কাজ করেছি, তাই বহু যুদ্ধে শত্রুর সামনে এগিয়ে গিয়েছি। তবু আজও আমি সুস্থ শরীরে বেঁচে রয়েছি। আর আজ এই রাক্ষসগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ না করে ভীরুর মত পিছিয়ে যাব !"

"তোমার যদি ভয় না করে তবে সেই বাড়ীতে গিয়ে বাস করতে পার। রাক্ষসগুলোকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে তোমাকে আমি পুরস্কার দেব।"

"আমাকে একটি সিদ্ধ শালগম, কয়েকটি মোমবাতি ও কিছু পুরানো বল্টু দিতে হবে।"

সদাগর তখন সৈনিককে সমস্ত জিনিস এনে দিল। সন্ধ্যার

সময় সৈনিক সেগুলো নিয়ে নূতন বাড়ীতে গেল। বাড়ীর একটি ঘর বেছে নিয়ে সেখানে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল।

মাঝরাতে রাক্ষসেরা বাড়ীতে এল। তাদের হৈ চৈ শুনে সৈনিকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাক্ষসেরা দরজায় আঘাত করতে লাগল।

আঘাতে আঘাতে ঘরের দরজাটি ভেঙ্গে গেল। রাক্ষসেরা সৈনিককে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"কি আনন্দ! আজ একটা মানুষ পাওয়া গেছে। আজ একটা বিরাট ভোজ হবে।"

দরজায় দাঁড়িয়ে এক রাক্ষস অপর রাক্ষসের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

একটি রাক্ষস বলল, "এস, একে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলি।"

সৈনিক বলল, "এত সহজে খাওয়া যাবে না। তোমাদের মত অনেক রাক্ষসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেছে। তোমাদের চেয়েও আমার গায়ের জোর অনেক বেশী।"

প্রধান রাক্ষসটি এগিয়ে এসে বলল, "তা হলে প্রথমেই শক্তি পরীক্ষা করা যাক।"

"তোমাদের ভেতর এমন কেউ কি আছে যে দাঁত দিয়ে একটি পাথর চিবিয়ে পাথর থেকে রস বের করতে পারে?"

"নিশ্চয়ই পারে।"

"তা'হলে রাস্তা থেকে একটি পাথর নিয়ে এস।"

একজন রাক্ষস রাস্তা থেকে কয়েকটি পাথর নিয়ে এল। প্রধান রাক্ষসটি পাথরটিকে চিবুতে লাগল কিন্তু কিছুতেই রস বের হল না। ধীরে ধীরে পাথরটি বালিতে পরিণত হয়ে গেল।

সৈনিক তখন থলের ভিতর থেকে সিদ্ধ করা শালগমটি বের করে বলল, "এই দেখ একটি পাথর। তোমাদের পাথরের চেয়েও এই পাথরটি অনেক বড়। এবার আমি এর ভেতর থেকে রস বের করব।"

এই বলে শালগমটি মুখে দিয়ে চিবুতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে শালগমের ভেতর থেকে রস বেরুতে লাগল।

রাক্ষসেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"তুমি কি খাও?"

"আমি বল্টু খাই। তোমরাও খেয়ে দেখতে পার বল্টু কেমন লাগে।"—এই বলে থলে থেকে কয়েকটি বল্টু বের করে রাক্ষসদের হাতে দিল।

সবাই তখন নূতন জিনিষটা খেতে কেমন লাগে তা' দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। সুযোগ বুঝে সৈনিক প্রত্যেকের মুখে একটির পর একটি বল্টু পুরে দিতে লাগল।

প্রত্যেকের মুখ বল্টুতে ভরে গেল। তারা তখন অসহায়ের মত সৈনিকের দিকে তাকাতে লাগল।

সৈনিক তখন বলল, "আমি শুনেছি, তোমরা ইচ্ছে করলে বেঁটে হতে পার। আমি দেখতে চাই তোমরা কত ছোট হতে পার।"

সৈনিকের কথা মত রাক্ষসেরা ছোট হয়ে গেল। তখন সৈনিক তার থলের ভিতরে সবাইকে পুরে ফেলল। থলেটির মুখ শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। থলেটি ঘরের এক কোণে রেখে সৈনিক ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে সদাগর তার এক কর্মচারীকে বলল, "আমার নূতন বাড়ীতে গিয়ে দেখে এস সৈনিকটি বেঁচে আছে কিনা। যদি সে জীবিত না থাকে তবে তার হাড়গুলো নিয়ে আসার জন্য সঙ্গে একটি থলে নিয়ে যাও।"

কর্মচারী নূতন বাড়ীতে গিয়ে দেখল সৈনিক ঘরে বসে রয়েছে।

সৈনিক তখন এক কামারের কাছে নিয়ে যাবার জন্য সদাগরের কর্মচারীকে অনুরোধ জানাল।

কর্মচারীর সঙ্গে এক কামারের দোকানে হাজির হয়ে থলেটির উপর হাতুড়ী চালাবার জন্য কামারকে বলল।

তখন ছিল রাক্ষসদের ঘুমুবার সময়, তাই তারা থলের ভেতর ঘুমিয়ে ছিল। হাতুড়ীর আঘাতে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাক্ষসেরা থলের ভেতর থেকে কাৎরাতে লাগল। বলল—"আমাদিগকে ছেড়ে দাও, আমরা কখনও ঐ বাড়ীতে যাব না। আমাদিগকে ছেড়ে দিলে তোমাকে আমরা অনেক দামী জিনিস উপহার দেব।"

সৈনিক তখন হাতুড়ী থামাতে বলল। থলের মুখ খুলে প্রধান রাক্ষস ছাড়া আর সবাইকে একে একে বের করল। শুধু প্রধান রাক্ষসই থলের ভেতর রয়ে গেল।

সৈনিক বলল, "আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা উপহারটি এনে না দেবে ততক্ষণ তোমাদের নেতাকে ছাড়ব না।"

এই শুনে রাক্ষসেরা চলে গেল ও খানিকক্ষণ পরে একটি থলে এনে সৈনিকের হাতে দিল।

সৈনিক খালি থলেটি দেখে রেগে গেল।

"তোমরা আমাকে বোকা ভেবেছ? ঠিক আছে তোমাদের নেতাকে আজ আমি উপযুক্ত শাস্তি দেব।"—এই বলে সে নিজেই থলের উপর হাতুরী চালাতে লাগল।

প্রধান রাক্ষসটি তখন থলের ভেতর হতে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল—"তুমি আমাকে মের না। থলেটি দেখতে সাধারণ হলেও

মোটেই সাধারণ নয়। এটি হল ইচ্ছা-পূরণ থলে। তুমি এর কাছে যা চাইবে তাই পাবে।"

থলেটিকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য সৈনিক থলেটির কাছে খাবার চাইল। সঙ্গে সঙ্গে থলেটি খাবারে ভর্তি হয়ে গেল। সৈনিক খাবার গুলো খেয়ে ফেলল। জানালায় একটি পাখিকে দেখে বলল, "পাখি তুমি এর ভেতর এস"। সঙ্গে সঙ্গে পাখিটি থলের ভেতর ঢুকে পরল। সৈনিক তখন খুশি হল।

তারপর থলেটির মুখ খুলে দিল, প্রধান রাক্ষস বেরিয়ে এল।

সৈনিক তাকে বলল—"তোমাদের সবাইকে ছেড়ে দিলুম। আর কখনও এ শহরে এস না। যদি কখনও এখানে আস তবে মনে রাখবে তোমাদের কেউ আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।"

রাক্ষসেরা হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সৈনিক সদাগরের কাছে গিয়ে বলল, "আপনার আর কোন চিন্তা নেই। রাক্ষসেরা আপনার বাড়ীতে আর আসবে না।"

সদাগর সৈনিকের কথা বিশ্বাস করতে পারল না। পরীক্ষা করে দেখার জন্য কয়েকজন কর্মচারীকে ডেকে বলল, "তোমরা আজ রাত্রে আমার নূতন বাড়ীতে গিয়ে ঘুমুবে। সৈনিক তোমাদের সঙ্গে থাকবে। যদি কোন বিপদ হয় তবে সে তোমাদিগকে রক্ষা করবে।"

সেদিন রাত্রে সৈনিকের সঙ্গে সদাগরের কয়েক জন কর্মচারী সেই বাড়ীতে গেল। রাত্রিতে রাক্ষসেরা আর এল না। সকালে সবাই ফিরে গেল সদাগরের বাড়ীতে।

তারপর সদাগর কয়েকদিন তার নূতন বাড়ীতে গিয়ে বাস করল। রাক্ষসেরা আর আসে না দেখে সে খুশি হল, শহরের অনেককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াল।

কয়েকদিন পরে সৈনিক তার বাড়ীতে ফিরে যেতে চাইল।

তখন সদাগর বলল—"এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে কি করবেন। অন্তত এখানে আর এক সপ্তাহ থেকে যান।"

"আমি আর এখানে থাকব না, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যেতে চাই।"

সদাগর তখন সৈনিকের থলেটি মোহরে ভরে দিয়ে বলল, "এ মোহরগুলো দিয়ে তোমার বাকি জীবন কেটে যাবে।"

সৈনিক বলল, "মোহর আমার দরকার নাই। আমার শরীরে এখনও শক্তি রয়েছে আমি নিজেই এখন রোজগার করতে পারব।"

তারপর সৈনিক মোহরগুলো রেখে থলেটি খালি করে ফেলল। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খালি থলেটি নিয়ে সে গ্রামের দিকে রওনা হল।

সৈনিক তার গ্রামে এসে পৌঁছল। বহুদিন পরে গ্রামকে দেখে মন তার আনন্দে ভরে গেল।

বাড়ীতে গিয়ে দরজা ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বুড়ী দরজা খুলে দিলেন

বহুদিন পরে বুড়ী তার ছেলেকে দেখেই চিনতে পারলেন। বললেন, "তুমি আর ক'দিন আগে আসতে পারলে না! তোমার বাবাকে আর দেখতে পেলে না। তিনি পাঁচ বছর আগে মারা গিয়েছেন।"

সৈনিক তার মাকে সান্ত্বনা দিল। তারপর ইচ্ছা-পূরণ থলের

কাছে খাবার চাইল। থলেটি খাবারে ভর্তি হয়ে গেল। মা ও ছেলে তখন সেই খাবার ভাগ করে খেল।

পরদিন সকালে সৈনিক থলের কাছে মোহর চাইল। মোহর নিয়ে সৈনিক নূতন একটি বাড়ী তৈরী করল, চাষের জন্য জমি কিনল। কিছুদিন পরে সৈনিক একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে সুখে সংসার করতে লাগল। বুড়ী-মা তার ছেলেকে সংসারী হতে দেখে খুশি হলেন।

॥ দুই ॥

বেশ সুখেই ছ' সাত বছর কেটে গেল।

একদিন সৈনিক অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল। এমন সময় মৃত্যুদূত সৈনিকের বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল সৈনিককে বলল—"তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য আমি এসেছি।"

"এত তাড়াতাড়ি কিসের? আমি আরও ত্রিশ বছর বেঁচে থাকতে চাই। তুমি ত্রিশ বছর পরে এস।"

"আমি তোমাকে তিন মিনিটও সময় দেব না। এখনই তোমাকে নিয়ে যাব।"

সৈনিক তখন ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে ইচ্ছাপূরণ থলেটি হাতে নিয়ে তিনবার বলল "মৃত্যুদূত থলের ভিতরে এস।" সঙ্গে সঙ্গে মৃতুদূত থলের ভেতরে প্রবেশ করল। সৈনিক থলেটির মুখ দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল।

তারপর থলেটি নিয়ে মাঠে গেল।

মাঠে গিয়ে সৈনিক বলল, "আর কখনও যেন তোমার সঙ্গে দেখা না হয় আমি তার ব্যবস্থা করব।"

মৃত্যুদূত থলের ভেতর থেকে বলল,—"তুমি কি করবে?"

"আমার শুধু দুঃখ হচ্ছে এই থলেটি হারাতে হবে বলে। তবে তোমাকে আর কখনও আমার কাছে আসতে হবে না। আমি তোমাকে পুকুরের জলের নীচে কাদার ভেতরে রেখে আসব। তার ফলে তুমি আর কখনও সেখান থেকে উঠে আসতে পারবে না।"

মৃত্যুদূত ভয় পেয়ে গেল। সে সৈনিককে বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে তিন বছর সময় দিচ্ছি। এ ক'বছর তুমি মনের সুখে সংসার করতে পারবে।"

"তোমাকে ছাড়ব না, উপযুক্ত শিক্ষা দেব।"

"যদি আমাকে ছেড়ে দাও তা'হলে তোমাকে ত্রিশ বছর সময় দেব।"

"তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি যদি এই ত্রিশ বছরে কোন মানুষ মারা না যায়।"

"তা' হয় না। তা' হলে আমি বাঁচব কি করে?"

"এ ক'বছর তুমি গাছ-পালার প্রাণ নিয়েই বেঁচে থাকবে। আর তাতে তুমি রাজি না হলে তোমাকে কাদার ভেতর রেখে আসব।" এই বলে থলেটি কাঁধে নিয়ে সে হাঁটতে লাগল।

মৃত্যুদূতের তখন ভয় হল। সে সৈনিককে জানাল যে সে রাজি আছে।

"সাবধান, বিশ্বাসঘাতকতা করলে তোমার বিপদ হবে।" এই বলে সৈনিক থলেটির মুখ খুলে দিল, আর মৃত্যুদূত তখনই বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর পর ত্রিশটি বছর গ্রামের সবাই বেশ সুখে দিন কাটিয়ে

দিল। গ্রামের কারোর অসুখও করে না, মৃত্যুও হয় না। তাই সবাই বেশ আনন্দেই সংসার করে।

এর ভেতর সৈনিকের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হল, নাতি হল। ধীরে ধীরে একটি বিরাট পরিবার গড়ে উঠল।

একটি একটি করে ত্রিশটি বছর শেষ হয়ে গেল।

মৃত্যুদূত আবার সৈনিকের কাছে হাজির হল। সে সৈনিককে বলল, "ত্রিশ বছর শেষ হয়েছে, তাই আমি আজ তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

সৈনিক বলল, "আমি একজন সৈনিক। আদেশ পালন করতে সকল সময়েই প্রস্তুত। আমার যদি মারা যাবার সময় হয়ে থাকে তবে একটা শবাধার নিয়ে এস।"

খানিকক্ষণ পরে মৃত্যুদূত একটা শবাধার নিয়ে এসে বলল, "শবাধারে তুমি শুয়ে পড়, আমি তোমাকে নিয়ে যাই।"

সৈনিক বলল, "সৈন্যবাহিনীকে কোন নূতন আদেশ দেবার আগে একজন দেখিয়ে দেয় কি ভাবে কি করতে হবে। তাই তুমি আগে আমাকে দেখিয়ে দাও শবাধারে কি করে শুতে হবে।"

মৃত্যুদূত তখন শবাধারে শুয়ে পড়ল, বলল, "এইভাবে তুমি শুয়ে থাকবে। প্রথমে পা ছড়িয়ে দেবে তারপর হাত দু'টো বুকের উপরে রাখবে।"

সৈনিক তখন তাড়াতাড়ি শবাধারের ঢাকনাটি আটকে দিল। তারপর গাড়ী করে শবাধারটি নদীতে নিয়ে গিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল। শবাধারটি ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে চলে গেল।

আবার সুখের দিন সুরু হল। সৈনিক নাতিদের নিয়ে সুখে শান্তিতে সংসার করতে লাগল।

অনেকদিন পরে একদিন সমুদ্রে ঝড় দেখা দিল। ঝড়ে

শবাধারটি গেল ভেঙ্গে। মৃত্যুদূত তখন জল হতে সমুদ্রের পারে উঠে এল। সৈনিকটি যে গ্রামে বাস করত সেই গ্রামের দিকে রওনা হল।

এদিকে কিছু ফসল বাড়ীতে নিয়ে আসার জন্য একটি থলে নিয়ে সৈনিক মাঠে গেল। মাঠেই তার সাথে মৃত্যুদূতের দেখা হল।

মৃত্যুদূত সৈনিককে বলল, "এবার তুমি আর আমার হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না।"

সৈনিক মৃত্যুদূতকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু তখনই আবার তার মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেল।

সে কোটের ভেতর থেকে খালি থলেটি বের করে মৃত্যুদূতকে বলল, "তুমি কি এই থলের ভেতর আসতে চাও। পুকুরের কাদায় থাকতে কেমন লাগে তাই পরীক্ষা করার ইচ্ছে হচ্ছে ?"

মৃত্যুদূত সৈনিকের থলেটি দেখে ভয় পেয়ে গেল। একটি কথাও না বলে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

বহুদিন হয়ে গিয়েছে তবু মৃত্যুদূত আর সৈনিকের কাছে আসে না। মৃত্যুদূত ভেবেছে যদি কখনও সে সৈনিকের কাছে যায় তবে তখন তাকে থলেতে ভরে কাদার নিচে রেখে দেবে। এই ভয়েই সে আর কখনও আসে নাই।

সৈনিকটি আজও সুখে সংসার করছে।



গল্পবাজ গিন্নী

এক গাঁয়ে এক চাষী বাস করত। তার বৌয়ের নাম ছিল তাতিয়ানা। তাতিয়ানার কাছে কোন কথাই গোপন থাকত না। সে সব কথাই সবার কাছে বলে দিত। তাতিয়ানার কানে কোন কথা গেলে সেই কথা গ্রামের সবাই জেনে যেত।

একবার চাষী বনে গিয়ে মুরগী ধরার ফাঁদ পাতার জন্য গর্ত করতে করতে হঠাৎ এক কলসী মোহর দেখতে পেল। চাষী তখন মনে মনে ভাবল, তাতিয়ানা যদি গুপ্তধনের কথা জানতে পারে তবে গ্রামের সবাই সেই কথাটি জেনে যাবে।

কি করা যায় ভাবতে ভাবতে তার মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেল। সে মোহরের কলসীটি মাটি চাপা দিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

চলতে চলতে সে নদীর কাছে এসে দেখতে পেল, যাবার সময় যে জালটি পেতে রেখে গিয়েছিল তাতে একটি মাছ রয়েছে। মাছটিকে নিয়ে মুরগী ধরার ফাঁদের কাছে গেল।

সেখানে গিয়ে দেখতে পেল ফাঁদের ভেতর একটি মুরগী রয়েছে। তখন সে মুরগীটিকে ফাঁদ থেকে বের করে মাছটিকে সেখানে রেখে দিল। নদীতে ফিরে গিয়ে জালের ভিতর মুরগীটি রেখে আবার জালটি জলে ফেলে দিল।

বাড়ীতে যখন সে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সে তাতিয়ানাকে বলল, "ষ্টোভ ধরিয়ে কয়েকটা হাঁস সিদ্ধ কর।"

তাতিয়ানা বলল, "রাত্রিতে ষ্টোভ ধরিয়ে কি হবে ?"

"আমি কিছু মোহর পেয়েছি। আজ রাত্রের ভেতরই সেগুলোকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসতে হবে।"

তাতিয়ানা তখন খুশি হয়ে ষ্টোভ ধরিয়ে কয়েকটা হাঁস সিদ্ধ করল। চাষী একটি হাঁস খেয়ে বাকিগুলো লুকিয়ে একটি থলের ভেতর সঙ্গে নিল।

দু'জনের খাওয়া হয়ে গেলে তারা বনের দিকে রওনা হল। অন্ধকারের ভেতর চাষী এগিয়ে চলল আর তার পিছু পিছু চলতে লাগল তাতিয়ানা।

চলতে চলতে চাষী সিদ্ধ করা হাঁসগুলো গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতে লাগল।

চাষী বৌ হাঁসগুলো দেখতে পেয়ে বলল, "দেখ দেখ গাছে হাঁস ঝুলছে।"

"ও তুমি বুঝি দেখতে পাও নি যে এইমাত্র হাঁসগুলো আকাশ থেকে পড়ল।"

"না আমি মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটছিলাম তাই উপর থেকে কোন কিছু পড়তে আমি দেখি নি।"

"আমি মুরগী ধরার জন্য ফাঁদ পেতে রেখে গিয়েছিলাম। চল সেখানে গিয়ে দেখি ফাঁদে কিছু পড়েছে কিনা।"

এই বলে চাষী তার বৌকে নিয়ে ফাঁদের কাছে গেল।

ফাঁদের ভেতর মাছ দেখে তাতিয়ানা বলল, "ফাঁদের ভেতর মাছ! এ কি করে সম্ভব?"

"নদীতে যেমন মাছ থাকে মাটিতেও তেমনি মাছ থাকে।"

"আমি কখনও মাটিতে মাছ দেখি নি। আজকে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।"

তারপর তারা নদীতে গেল। চাষী জালটি জল থেকে তুলে আনল। জালে মুরগী দেখে তাতিয়ানা অবাক হয়ে গেল।

তাতিয়ানা বলল, "কি অদ্ভুত, মাটিতে মাছ আর জলে মুরগী।"

"বোকার মত কথা বলছ কেন? তুমি কি কখনও জলে মুরগী দেখ নি।"

তারপর মোহর যেখানে ছিল সেখানে তারা গেল ও মাটি খুঁড়ে অনেক মোহর নিয়ে দু'জন বাড়ীর দিকে রওনা হল।

জমিদারের বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়ে তারা বাড়ী ফিরে যাচ্ছিল। জমিদারের বাড়ীর সামনে যখন তারা গেল তখন একটা মুরগী ডেকে উঠল কক্ক-ক—কক্ক-ক।

তাই শুনে তাতিয়ানা ভয় পেয়ে গেল। সে চাষীকে জিজ্ঞাসা করল, "এ কিসের শব্দ?"

চাষী বলল, "চল, দৌড়ে চল। এ রাক্ষসদের আওয়াজ। তারা বাড়ী পাহারা দিচ্ছে। যদি তারা আমাদিগকে দেখতে পায় তবে আর আমাদের বাড়ী ফিরে যেতে হবে না। চল দৌড়ে চল।"

দৌড়ে দৌড়ে তারা বাড়ী ফিরে গেল ও মোহরগুলো ঘরের মেঝে গর্ত করে লুকিয়ে রাখল।

চাষী তাতিয়ানাকে বলল—"সাবধান, কারোর কাছে মোহরের কথা বলবে না।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি এ কথা কাউকে বলব না।"

পরের দিন তাদের ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে জল আনার জন্য কূয়ার কাছে গেল। সেখানে গ্রামের আরো কয়েকটি বৌ জল নেবার জন্য এসেছিল। তারা তাতিয়ানার কাছে জানতে চাইল এত দেরি হল কেন।

তাতিয়ানা বলল,—"আমার স্বামী বনে মোহর পেয়েছে। আমরা কাল রাত্রে সেগুলো আনবার জন্য বনে গিয়েছিলাম। বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল তাই ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হয়ে গেল।"

মুখে মুখে চাষীর মোহর পাওয়ার কথা সবাই জেনে গেল। কথাটি জমিদারের কানেও গেল। সে চাষীকে ডেকে পাঠাল।

চাষী কাঁপতে কাঁপতে জমিদারের কাছে হাজির হল।

জমিদার চাষীকে বলল, "তুমি মোহর পেয়েছ?"

"না।"

"তুমি কি ভেবেছ তোমার বৌ গাঁয়ের মেয়েদের কাছে যা গল্প করেছে তা' আমি শুনতে পাই নাই?"

"আমার স্ত্রীর মাথা ঠিক নেই। পাগলের কথার কোন মূল্য নাই। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তাকে এখানে আনিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।"

জমিদারের লোকেরা চাষীর বাড়ী গিয়ে তাতিয়ানাকে নিয়ে এল।

জমিদার তাতিয়ানাকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার স্বামী কি মোহর পেয়েছে?"

"হাঁ।"

"তোমরা দু'জনে রাত্রিতে সেগুলো বাড়ীতে নিয়ে এসেছ?"

"হাঁ।"

"সেই রাত্রে কি হয়েছিল তা' তোমার কাছে শুনতে চাই।"

"রাত্রেতে আমরা বনের ভেতর গিয়েছিলুম। দেখতে পেলুম গাছে গাছে হাঁস ঝুলছে।"

"হাঁস!"

"হাঁ, সেদিন হাঁস বৃষ্টি হয়েছিল, তাই সেগুলি গাছে গাছে ঝুলছিল। তারপর ফাঁদে গিয়ে দেখলুম, ফাঁদে একটি মাছ রয়েছে। আর নদীতে গিয়ে দেখলুম জালে মুরগী রয়েছে। সেখান থেকে গিয়ে আমার স্বামী গর্ত করে মোহর বের করে নিল। তারপর আমরা আপনার বাড়ীর সামনে দিয়ে আসার সময় দেখলুম, রাক্ষসেরা সেখানে পাহারা দিচ্ছে।"

এ সব শুনে জমিদার রেগে গেল ও পাগলী চাষী-বৌকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন চাষী বলল, "এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এর মাথার ঠিক নেই। এর কথা বিশ্বাস করা যায় না। আমাকে এই পাগলীকে নিয়ে যে কি কষ্টে সংসার চালাতে হয় তা অনুমান করতে পারবেন না।"

জমিদার বলল, "আমি এবার সব বুঝতে পেরেছি। তুমি বাড়ী যাও।"

চাষী বাড়ী ফিরে গেল ও সুখে শান্তিতে সংসার করতে লাগল।



নিকিতা ও ড্রাগন

অনেক দিন আগের কথা। কিভ্ রাজ্যের প্রজারা বেশ সুখেই দিন কাটাত।

হঠাৎ একদিন এক ড্রাগন সেই রাজ্যে হাজির হল। শহর থেকে বেশ কিছু দূরে ছিল এক পাহাড়। সেই পাহাড়ে ড্রাগন তার বাসা তৈরি করল।

ড্রাগন প্রত্যেক দিন শহরে আসত আর খাবারের জন্য একটি সুন্দরী মেয়েকে ধরে নিয়ে বাসায় ফিরে যেত।

রোজ সন্ধ্যায় শহরে কারও না কারও বাড়ীতে কান্না শুনা যেত—একদিনও বাদ যেত না। ধীরে ধীরে সবার মনেই ভয় দেখা দিল। সবার মনে একই ভাবনা তার মেয়েকে কবে ড্রাগন ধরে নিয়ে যায়।

কয়েক দিন পরে প্রজারা সবাই দল বেধে হাজির হল রাজার কাছে।

রাজা ভেবেই পেলেন না কি করবেন। ড্রাগনের সঙ্গে লড়াই করবে এমন সাহস কার আছে! শেষে সবাই মিলে ঠিক করল—একদিন এক এক বাড়ীর পালা পড়বে। যে দিন যে বাড়ীর পালা সেইদিন সেই বাড়ীর মেয়েকে পাঠান হবে ড্রাগনের কাছে তার খাবারের জন্য।

দিন যায়, প্রত্যেকদিন এক জন মেয়েকে সন্ধ্যার সময় শহরে ঢুকবার পথে রেখে আসা হয়। ড্রাগন সেই মেয়েটিকে নিয়ে তার বাসায় ফিরে যায়, শহরে আর সে আসে না। এই ভাবে একটি একটি করে দিন কেটে যেতে লাগল।

একদিন রাজার পালা এল। রাজার একটি মাত্রই মেয়ে। রাজা আর রাণী কাঁদতে লাগলেন। আর উপায়ও নেই, তাই শেষ পর্যন্ত রাজার লোক রাজার মেয়েকে রেখে এল শহরে ঢুকবার পথের কাছে।

রাজার মেয়ে ছিল শহরের সব সেরা সুন্দরী। মনে হয় যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে এক পরী।

ড্রাগন যখন রাজার মেয়েকে দেখল তখন অবাক হয়ে গেল, ভুলে গেল খাবার কথা। মনে মনে ভাবল এই সুন্দরী মেয়েকে না খেয়ে রেখে দেওয়া যাবে বাসায়, তারপর একদিন তাকে বিয়ে করব।

রাজার মেয়েকে সে নিয়ে গেল পাহাড়ের গুহায়—ড্রাগনের বাসায়।

পাহাড়ের গুহায় রাজার মেয়ের দিন কেটে যেতে লাগল। ড্রাগন যা কিছু নিয়ে আসে তাই সে খায় আর গুহার ভেতরে ঘুমিয়ে থাকে। ড্রাগন যখন বাইরে যায় তখন একটা বড় পাথর দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে রেখে যায়।

রাজার মেয়ের ছিল একটি ছোট কুকুর। কুকুরটাকে সে খুব ভালবাসত। তাই কুকুরটি প্রায়ই তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত। রাজার মেয়ে যেদিন রাজবাড়ী ছেড়ে চলে আসে সেদিন কুকুরটিও তার সঙ্গে এসে ছিল। তারপর ড্রাগনের পিছনে পিছনে গুহায় এসে হাজির হয়েছিল।

কুকুরটি প্রায়ই চেষ্টা করত পাথরটা সরিয়ে গুহার ভিতর ঢুকতে। একদিন ড্রাগন যখন বাসায় ছিল না তখন পাথরটা একটু·ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

কুকুরকে দেখে রাজার মেয়ে খুশি হল। একটা চিঠি লিখে কুকুরের গলায় বেঁধে দিল আর বলল রাজবাড়ীতে ফিরে যেতে।

কুকুর ড্রাগনের পিছন পিছন যখন এসেছিল তখন সে পথ চিনে রেখে ছিল। রাজবাড়ীতে ফিরে যেতে তার অসুবিধা হল না।

রাজা কুকুরের আনা চিঠিটি পড়ে জানতে পারলেন তার মেয়ে বেঁচে আছে, মন তার আনন্দে ভরে গেল।

পরদিন রাজা কুকুরের গলায় একটা চিঠি বেঁধে দিলেন। চিঠিতে লিখলেন ড্রাগনের সঙ্গে লড়াই করতে পারে এমন কোন বীর আছে কি না তা' তার জানা নাই। তবে যদি কোন বীরের নাম জানতে পারেন তবে তিনি যে ভাবেই হউক তাকে পাঠাবেন ড্রাগনের বাসায়, রাজকুমারীকে উদ্ধার করে আনার জন্য।

এদিকে রাজকুমারীর সঙ্গে ড্রাগনের খুব ভাব হ'য়ে গিয়েছে, মাঝে মাঝে নানা রকম গল্প করে।

একদিন রাজকুমারী বলল—"আমার শুধু ভয় হয় কোন দিন তোমাকে কেউ যদি মেরে ফেলে তবে আমার কি উপায় হবে ?"

"আমাকে মারবে কে ?"

"কেন, এমন কোন বীর কি নেই যে তোমার মাথা কেটে ফেলতে পারে ?"

"এই পৃথিবীতে মাত্র একজনই আছে যে আমাকে মারতে পারে।"

"কে সে ?"

"তোমার তা' জেনে লাভ কি ?"

"তোমার শত্রু যে আমারও শত্রু। তাইত তার নাম আমার জেনে রাখা দরকার।"

"তা' বটে, সে নাম ত তোমার জেনে রাখা দরকার। সে কে জান, সে হল এক মুচি—নাম তার নিকিতা। শুনেছি তার গায়ে নাকি অনেক জোর।"

রাজকুমারী পরের দিনই সংবাদটি পাঠিয়ে দিল রাজবাড়ীতে।

রাজা লোক পাঠালেন নিকিতাকে খুঁজে বের করবার জন্য। রাজার লোকেরা ঘুড়ে বেড়াতে লাগল মুচি নিকিতা কোথায় থাকে তা' জানবার জন্য।

কয়েকদিন পরে একজন খবর নিয়ে এল, শহর থেকে বেশ কিছু দূরে একটা ঘরে নিকিতা নামে এক মুচি বাস করে।

রাজা খবর পেয়ে লোকজন নিয়ে হাজির হলেন নিকিতার বাড়ীতে।

রাজাকে দেখে ত ভয়ে নিকিতা কাঁপতে লাগল। ভাবতে লাগল কি অপরাধ সে করেছে যার জন্য রাজা শাস্তি দিতে তার বাড়ীতে ছুটে এসেছেন।

রাজা বললেন—"তোমাকে ড্রাগনের বাসায় যেতে হবে।"

"কি অপরাধে মহারাজ এ রকম আদেশ দিলেন তা' কি জানতে পারি ?"

"অপরাধ তোমার কিছুই নয়। তোমাকে পাহাড়ে গিয়ে ড্রাগনকে মারতে হবে।"

"ড্রাগনকে মারতে হবে! এ কি করে সম্ভব ?"

"আমি জানি তুমি ড্রাগনকে মারতে পারবে। তাই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি।"

ড্রাগন যাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারাও রাজার পিছনে পিছনে এসেছিল। তারা সবাই নিকিতাকে অনুরোধ করতে লাগল ড্রাগনের বাসায় যেতে। তখন নিকিতা আর "না" বলতে পারল না।

তারপর নিকিতা ড্রাগনের বাসার দিকে রওনা হল। তার সারা দেহে জড়িয়ে নিল খড়। এগিয়ে চলল একাই।

নিকিতা পাহাড়ের কাছে হাজির হল। ড্রাগন তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল, সে ঢুকে গেল গুহার ভেতরে।

নিকিতা বলল—"গুহার ভেতর থেকে বেড়িয়ে আয়। ফাঁকা জায়গায় না এলে তোর বাসা ভেঙ্গে চুরমার করে দেব।"

ড্রাগন কি আর করবে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এল গুহার ভেতর থেকে।

সুরু হল ড্রাগন আর মানুষে লড়াই। খানিকক্ষণ লড়াইয়ের পর এক সময় দেখা গেল ড্রাগন মাটিতে শুয়ে পড়েছে আর নিকিতা তার বুকের উপর বসে রয়েছে।

ড্রাগন বলল, "নিকিতা, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আর তোমাদের ওখানে যাব না।"

"তা' হয় না, তোমাকে না মেরে আমি বাড়ী ফিরে যাব না।

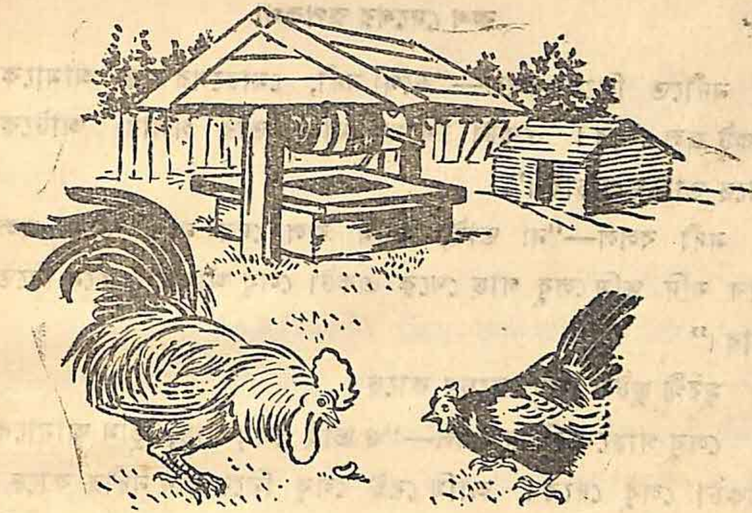
"তুমি আমাকে মের না। এই পৃথিবীতে তোমার আর আমার মত কোন বীর নাই। তাই আমরা দু'জনে এই পৃথিবীকে ভাগ করে নিই।"

"তা' হলে তুমি এখান থেকে চলে যাও। সাগরের এপার আমার, আর ওপারে তোমার রাজ্য। আর কখনও আমার রাজ্যে আসবে না।

"তাই হবে"—এই বলে ড্রাগন সাগরের ওপারে চলে গেল, আর নিকিতা রাজকুমারীকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এল।

রাজা প্রজা সবাই খুব খুশি। সবাই নিকিতাকে ধন্যবাদ জানাল।

রাজা তাকে অনেক ধনরত্ন দিতে চাইল কিন্তু নিকিতা তার কিছুই নিলে না। নিকিতা খালি হাতে তার বাড়ীতে ফিরে গেল জুতা সেলাই করেই তার দিন কেটে যেতে লাগল।



মোরগ ও শিমের দানা

এক মোরগ আর এক মুরগী।

একদিন সকালে বাগানে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মোরগ একটি শিমের দানা দেখতে পেল।

শিমের দানাটি দেখে মোরগ মুরগীকে বলল—"দেখ, দেখ কি সুন্দর একটি শিমের দানা। তুমি ইচ্ছে করলে এটি খেতে পার।"

মুরগী বলল—"আমি খাব না, তুমিই খেয়ে ফেল।"

মুরগীর কথা শুনে মোরগ শিমের দানাটি মাটি থেকে তুলে মুখে দিয়ে গিলে ফেলতে চাইল। দানাটি কিন্তু পেটের ভেতর গেল না, গলায় গেল আটকে।

মোরগ কি আর করবে মুরগীকে ডেকে বলল—"তুমি নদী থেকে আমার জন্য একটু জল নিয়ে এস। দানাটি গলায় আটকে গেছে—একটু জল চাই।"

মোরগের অবস্থা দেখে মুরগীর খুব কষ্ট হল, সে তখনই ছুটল নদীর দিকে।

নদীতে গিয়ে বলল—"ওগো নদী, মোরগের জন্য আমাকে একটু জল দেবে। একটা শিমের দানা তার গলায় আটকে গেছে তাই জল চাই।"

নদী বলল—"না ভাই, আমি জল দেব না। তবে জল দেব যদি তুমি লেবু গাছ থেকে একটা লেবু আমাকে এনে দিতে পার।"

মুরগী ছুটল লেবু গাছের কাছে।

লেবু গাছকে গিয়ে বলল—"ও ভাই লেবু গাছ, তুমি আমাকে একটা লেবু দেবে। আমি সেই লেবু নিয়ে যাব নদীর কাছে। তখন নদী একটু জল দেবে। জল যে আমার চাই—একটা শিমের দানা মোরগের গলায় গেছে আটকে।"

লেবু গাছ বলল—"আমি তোমাকে লেবু দিতে পারি যদি তুমি আমার একটা কাজ কর।"

মুরগী বলল, "কি কাজ?"

লেবু গাছ বলল—"ঐ যে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে—সেখানে গিয়ে চাষীর মেয়ের কাছ থেকে আমার জন্য কিছু সুতা এনে দিতে পারবে?"

মুরগী আবার চলল চাষীর মেয়ের কাছে।

চাষীর বাড়ীতে গিয়ে দেখল একটি মেয়ে বসে রয়েছে উঠানে।

মুরগী মেয়েকে বলল—"ওগো মেয়ে, তুমি আমাকে একটু সূতা দেবে। তোমার দেওয়া সুতা নিয়ে গেলে লেবু গাছ আমাকে লেবু দেবে, সেই লেবু নিয়ে গেলে নদী আমাকে জল দেবে। আমার একটু জল চাই—মোরগের গলায় একটা শিমের দানা আটকে গেছে।"

চাষীর মেয়ে বলল, "তোমাকে আমি সূতা দেব যদি তুমি কারিগরের কাছ থেকে আমার জন্য একটা চিরুনী এনে দিতে পার।"

মুরগী তখনই ছুটল কারিগরের কাছে।

কারিগরকে গিয়ে বলল—"ভাই আমায় একটা চিরুনী দেবে। তুমি চিরুনী দিলে সেই চিরুনী নিয়ে যাব চাষীর মেয়ের কাছে সে দেবে সূতা। সেই সূতা নিয়ে যাব লেবু গাছের কাছে—সে দেবে লেবু। সেই লেবু নিয়ে যাব নদীর কাছে, সে দেবে জল। জল নিয়ে যাব মোরগের কাছে, তার একটু জল চাই। তার গলায় একটা শিমের দানা আটকে গেছে।"

কারিগর বলল—"তোমাকে আমি একটা চিরুনী দিতে পারি যদি তুমি রুটিওয়ালার কাছ থেকে আমাকে রুটি এনে দিতে পার।"

মোরগ আবার যায় রুটিওয়ালার কাছে।

রুটিওয়ালাকে বলল—"তুমি ভাই আমাকে একখানা রুটি দিতে পার। তুমি রুটি দিলে সেই রুটি নিয়ে যাব কারিগরের কাছে, সে আমাকে একটা চিরুনী দেবে। সেই চিরুনী নিয়ে যাব চাষীর মেয়ের কাছে তবেই পাব একটু সূতা। সেই সূতা নিয়ে যাব লেবু গাছের কাছে সে আমাকে দেবে লেবু। লেবু নিয়ে গেলে নদী আমাকে দেবে জল। জল আমাকে নিয়ে যেতেই হবে—মোরগের গলায় আটকে গেছে শিমের দানা।"

রুটিওয়ালা বলল—"তোমাকে আমি রুটি দেব যদি তুমি কাঠুরের কাছ থেকে আমার জন্য কিছু কাঠ এনে দিতে পার।"

মুরগী যায় কাঠুরের কাছে।

কাঠুরেকে বলল—"ও ভাই, আমাকে কিছু কাঠ দেবে। কাঠ

নিয়ে রুটিওয়ালার কাছে যাব। রুটিওয়ালা কাঠ পেলে আমাকে দেবে একখানি রুটি। সেই রুটি নিয়ে যাব কারিগরের কাছে, সে আমায় দেবে একখানা চিরুনী। চিরুনী নিয়ে গেলে চাষীর মেয়ে আমাকে স্থতা দেবে। স্থতা পেলে লেবু গাছ দেবে লেবু। লেবু পেলে তবেই নদী জল দেবে। মোরগের গলায় একটা শিমের দানা আটকে গেছে তাই জল চাই।"

মুরগীর কথা শুনে কাঠুরের মনে দয়া হল। সে মুরগীকে কিছু কাঠ দিল।

কাঠ নিয়ে গেল রুটিওয়ালার কাছে। কাঠ পেয়ে রুটিওয়ালা একখানি রুটি দিল। রুটি নিয়ে ছুটল কারিগরের কাছে। রুটি পেয়ে কারিগর তাকে একটা চিরুনী দিল। সেই চিরুনী নিয়ে গেল চাষী-মেয়ের কাছে। সে দিল স্থতা। স্থতা পেয়ে লেবু গাছ একটা লেবু দিল। লেবু নিয়ে নদীর কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদী তাকে জল দিল। শেষে সেই জল নিয়ে হাজির হল মোরগের কাছে।

মোরগ জল গিলবার সঙ্গে সঙ্গে শিমের দানাটি গলা থেকে নেমে গেল পেটের ভিতর। মোরগ ডেকে উঠল—কোক্ক-ক-ও-ক-ক……!
